সাতিয়ামা থেকে জানিয়ে দিয়েছেন, রোনাল্ডো খেলার যোগ্য আছেন। এই ব্যাপারে ঝ কাগজে রয়টার্সের পাঠানো খবরের শিরোনাম ছিল—

"Ronaldo Fit to Play"

"রোনাল্ডো খেলার যোগ্য"

ব্রাজিল দলের চিকিৎসক জোশ লুই রানকোর বক্তব্য উদ্ধৃত করে রয়টার্স জানাল, "রোনাল্ডো পুরো সময় মাঠে থাকার যোগ্য। আর কোন সমস্যা নেই।" অতি চালাক পণ্ডিতের সঙ্গে পেশাদার রিপোর্টারের এটাই হল তফাৎ, এতটাই পার্থক্য।

গ কাগজও "Ronaldo Fit" এই শিরোনামে একই খবর দিয়েছিল তার পাঠকদের।

রয়টার্সের এই খবর খ কাগজেও নিশ্চয় এসেছিল। তবুও ওই কাগজ রোনাল্ডোকে নিয়ে ওই ধোঁয়াটে খবর ছাপল কেন? তার একটা কারণ হতে পারে ডেস্কের অমনোযোগ। অথবা সাব-এডিটরদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। কারণ যাই হোক এই ধরনের ধোঁয়াটে ভিত্তিহীন খবর ছাপা হলে কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

এবার বিশ্বকাপের খবর ছাড়া একই দিনে প্রকাশিত অন্য একটি প্রধান খবরের দিকে নজর দেওয়া যাক। তাতে দেখা যাবে ক, ঝ ও গ কাগজের নিউজ ডেস্ক ঘটনাটির গুরুত্ব যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিল। শিরোনামের মধ্যে দিয়েই তারা তা বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ক কাগজে ২ কলম জোড়া দ্বিতীয় প্রধান খবরের শিরোনাম—

"অবশেষে সংবাদপত্রের দরজাও খুলল
বিদেশি বিনিয়োগের জন্য"

ঝ কাগজে ৬ কলম জোড়া শিরোনাম প্রধান খবর,

"Print Media Door Opens For Foreigners"

"বিদেশীদের জন্য মুদ্রিত মাধ্যমের দরজা খুলল"

গ কাগজে ৮ কলম জোড়া ব্যানার শিরোনামে প্রধান খবর,

"Print Media Thrown Open to Foreign"

"বিদেশি পুঁজির জন্য মুদ্রিত মাধ্যমের দরজা খুলল"

প্রকৃতপক্ষে খবরের কাগজের জগতে ২৫ জুন তারিখটি ছিল ঐতিহাসিক। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সরকারের আমলে দেশের সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজির জন্য নিষিদ্ধ ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রি

সভা ২০০২ সালের ২৫ জুন এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ৪৭ বছরের সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল। এরপর সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশিরা সর্বাধিক ২৬ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার লগ্নি করতে পারবেন।

সংবাদপত্র শিল্পে এতবড় একটা পরিবর্তন খ কাগজে কোন গুরুত্বই পেল না। তাই তাকে প্রথম পাতা থেকে নির্বাসন দিয়ে পাঁচের পাতায় পাঠিয়ে দিল। এটা নিশ্চিতভাবেই বিচার বিভ্রাটের পরিচয়।

এই খবরটির গুরুত্ব নির্ধারণে ক কাগজের তুলনায় খ ভুল করলেও কলকাতার একটি স্থানীয় খবরের শিরোনাম রচনায় ক-কে হারিয়ে দিল খ।

ক, "দাবি আলাদা, পৃথক দিনে বাস ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক"

খ, "আজ মাঝরাত থেকে টানা ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক"

পাঠকের যা জানা দরকার খ-এর শিরোনামে তা স্পষ্ট, ক-এর শিরোনাম তেমন নয়।

এবার ১৭ আগস্ট, ২০০২ সালে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত একটি খবরের শিরোনামের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করব। খবরটির বিষয়বস্তু ছিল, অক্টোবর মাসের মধ্যে গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন করা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত।

গুজরাট বিধানসভার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগে তা ভেঙে দেবার জন্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রিসভার সুপারিশ গ্রহণ করে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা আরও সুপারিশ করে ৬ অক্টোবরের আগে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন করা হোক।

নির্বাচন করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র অধিকার নির্বাচন কমিশনের। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জে এম লিংডো ১৬ আগস্ট তাঁদের সিদ্ধান্ত জানান। বিভিন্ন কাগজে সেই খবরের শিরোনাম ছিল এই—

কাগজ ক : "Poll and Pramod pile agony"

কাগজ খ : "GUJARAT WOUNDS YET TO HEAL, NO EARLY POLL : EC"

কাগজ গ : "EC spoils BJP Gujarat poll party"

কাগজ ঘ : "EC Rules Out Early Polls in Gujarat"

কাগজ ঙ : "গুজরাটে ভোট নয়, জানালো কমিশন"

কাগজ চ : "গুজরাতে এখন ভোট হচ্ছে না"

কাগজ ছ : "Gujarat polls not before Nov, says EC"

গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগরে স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের অক্ষরধাম মন্দিরের কথা খুব বেশি মানুষের জানা ছিল না। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখে ওই মন্দিরটি সন্ত্রাসবাদীদের হামলা ও নরহত্যার কারণে হঠাৎ খবরের কাগজের শিরোনাম দখল করে নেয়। জঙ্গিহানার পরদিন বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর কলকাতার সব কাগজে ওই ঘটনার খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়।

আপনাদের আলোচনার জন্য তার মধ্যে কয়েকটি কাগজের শিরোনাম নীচে উদ্ধৃত করছি—

কাগজ ক : ৮ কলমজোড়া ব্যানার শিরোনাম—

জঙ্গি হানা এবার গুজরাতের মন্দিরে

তারপর প্রথম কলমে আলাদা করে ১ কলম শিরোনাম—

রণক্ষেত্র অক্ষরধাম, গুলি-যুদ্ধ, নিহত ৪৪

কাগজ খ : ডবল ডেকার (২ সারি) শিরোনাম। ৮ কলম জোড়া ব্যানার—

"এ কে ৪৭ নিয়ে অতর্কিত হামলা বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা ৫০ পুণ্যার্থী গুজরাটে মন্দিরে জঙ্গি হানা"

কাগজ গ : দোতলা ৮ কলম শিরোনাম—

"গুজরাটে স্বামীনারায়ণ মন্দিরে জঙ্গি হানা, হত ৫০
সামনেই রাজভবন, মনখ্যমন্ত্রী নিবাস, অদূরে সচিবালয়"

কাগজ ঘ : স্রেফ ৮ কলমজোড়া ব্যানার শিরোনাম—

"গুজরাতে মন্দিরে জঙ্গিহানা, হত ৫০"

কাগজ ঙ : চারতলা শিরোনাম, নামের মাথার ওপর মাথা। ওপরের মাথার বক্তব্য—

"জঙ্গিরা দোষী, মোদিরাও খলনায়ক
আসুন, দু পক্ষকেই ধিক্কার জানাই"

তেতলায় খবরের শিরোনাম—

"জখম ১০০, সন্ধে থেকে রাত দীর্ঘক্ষণ লড়াই কম্যান্ডোদের সঙ্গে"

দোতলা ও একতলার শিরোনাম—

"মৃত ৩২
মন্দিরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলির মারণতাণ্ডব জঙ্গিদের"

কাগজ চ : দোতলা ৮ কলম শিরোনাম,

"Terror strike at house of prayer
44 killed, 100 injured in Gandhinagar
Temple Gunbattle Rages"

কাগজ ছ : ৬ কলম শিরোনাম—

"44 killed, 100 hurt Muslims injured NSG
arrives VHP calls Bharat bandh on Thursday
Terror Tuesday in Gujarat temple

কাগজ জ : দোতলা শিরোনাম। প্রথম অংশটি ৮ কলম, দ্বিতীয় অংশটি ৬ কলম। ৮ কলমে,

"44 die in Gujarat temple terror
NSG commandos begin operation flush out"

কাগজ ঝ : দোতলা ৬ কলম শিরোনাম—

"100 hurt at Gandhinagar Swaminarayan
Mandir 40 devotees still trapped
TERRORISTS STORM TEMPLE, 44 KILLED"

কাগজ ঞ : দোতলা শিরোনামের প্রথমেই ৮ কলম অংশ—

"গুজরাটের মন্দিরে জঙ্গি হামলা, মৃত ৩০
সম্প্রীতি রক্ষায় দেশজুড়ে সতর্কতা"

কাগজ ট : দোতলা শিরোনাম,

"Terrorist in temple, Gujarat on edge again
23 killed, many injured : terrorists
holed up in Akhardham"

কাগজ ঠ : ৮ কলম শিরোনামে,

"TERROR IN TEMPLE"

আলাদা শিরোনামে,

"Gujarat bleeds:from Godhra to Gandhinagar"

এবার খবরের শিরোনামের প্রয়োজনের আর কয়েকটি দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করে এই প্রসঙ্গটি শেষ করব। খবরের পরিচয় দেওয়া ছাড়া শিরোনামের আরও কিছু কাজ আছে। উপযুক্ত শিরোনাম কাগজের আকর্ষণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। শিরোনাম যথাযথ হলে কাগজের পাতায় খবর সাজানোয় সুবিধা হয়। কোন জটিল ও ঘটনাবহুল খবরের মূল বিবরণ খুব অল্প স্থানের চৌহদ্দির মধ্যে খুব কম কথায়ফুটিয়ে তোলাই শিরোনাম রচনা করা। এই কাজটি সার্থকভাবে করার জন্য খবর বোঝার ক্ষমতা, ভাষার ওপর দখল এবং সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়োজন। এই গুণগুলি যে সাংবাদিকের নেই তিনি শিরোনাম রচনার সফল শিল্পী হতে পারবেন না।

আপনারা আগেই জেনেছেন, খবরের শিরোনামকে খবরের কাগজের সূচীপত্রও বলা হয়। সূচীপত্রের কাজ কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে তা আঙ্গুল দিয়ে পাঠককে দেখিয়ে দেওয়া। তাতে সংক্ষিপ্ততম সময়ে পাঠক বিষয়বস্তুটি খুঁজে নিতে পারেন। সূচীপত্র না থাকলেও পাঠক বিষয়বস্তুটি খুঁজে পাবেন কিন্তু তাতে বেশি সময় লাগবে। ব্যস্ত পাঠক সময়ের অপব্যবহার করতে চান না।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝা যাক। ধরুন, কেউ একজন জয় গোস্বামীর "মালতীলতা বালিকা বিদ্যালয়" কবিতাটি খুঁজছেন। কিন্তু কবিতাটি গোস্বামীর কোন বইয়ে আছে তা তার মনে পড়ছে না। তার হাতের কাছে তখন গোস্বামীর 'আলেয়া হ্রদ', 'প্রত্নজীব', 'উন্মাদের পাঠক্রম', 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো' ইত্যাদি আটটি বই রয়েছে। কিন্তু কোন বইয়েই সূচীপত্র নেই। তখন মাললীলতার সন্ধান পেতে তাঁকে প্রত্যেকটি বইয়ের পাতা ওলটাতে হবে। তাতে অনেকটা সময় অপচয় হবে। কিন্তু প্রত্যেকটি বইয়ে সূচীপত্র থাকলে তা থেকে চট করে জানা যেত "আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো" বইয়ে মালতীলতা আছেন।

তাতো হল, কিন্তু বইটিতে মোট ২৭টি কবিতার মধ্যে মালতীলতা ঠিক কোথায় অবস্থান করছেন তা তাড়াতাড়ি কী করে জানা যাবে। তা জানা যাবে কোন লেখা কোন পাতায় আছে তার সংখ্যা দিয়ে।

আশা করি আপনারা এবার পরিষ্কার করে সূচীপত্রের উপকারিতা বুঝে নিয়েছেন। খবরের শিরোনামের উপকারিতাও একই রকম। লক্ষ্য করে দেখবেন সূচীপত্রে কবিতার নামগুলি ছোট ছোট, যথা, 'রাখাল', 'ঝুলন', 'মূকবধির', 'দাগী', 'ছই' ইত্যাদি। খবরের শিরোনামও ঠিক ওই রকম না হলেও তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট শব্দের মধ্যে লিখতে হয়।

বইয়ের সূচীপত্রের সঙ্গে খবরের কাগজের সূচীপত্রের অর্থাৎ শিরোনামের একটা মৌলিক তফাৎ হল প্রথমটিতে নামের সঙ্গে পৃষ্ঠাসংখ্যাও উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয়টিতে শিরোনামের সঙ্গে পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ থাকে না। কারণ, তার দরকার হয় না। পাঠকরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে গেছেন কোন কাগজের কোন পাতায় কোন খবর পাওয়া যেতে পারে। নিউজ ডেস্কও অভিজ্ঞতা ও খবরের জ্ঞান দিয়ে জেনে গেছেন কোন

শিরোনাম কাগজের কোন পাতার কোন জায়গা কতটা স্থান জুড়ে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এক্ষেত্রে শিরোনামকে অনুসরণ করে খবর। তাই আলাদা করে পাতার সংখ্যা উল্লেখ করা দরকার হয় না।

কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের বাজেট, রফিগঞ্জে রাজধানী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, ধূপগুড়ির সিপিএম কার্যালয়ে জঙ্গিহানা ইত্যাদি খবর যে কাগজের প্রথম পাতায় পাওয়া যাবে সে জ্ঞান পাঠকের আছে। নিউজ ডেস্কেরও তা থাকা দরকার। অর্থাৎ, খবরের তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ধারণ করে তার শিরোনাম রচনা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর কাগজটির কোন পাতার কোন জায়গা এবং কতটা জায়গা দখল করবে তাও স্থির হয়ে যায়। একই সঙ্গে ঠিক হয় সংশ্লিষ্ট হরফের মাপ বা পয়েন্ট। কারো বাড়িতে ভেন্ডার প্রতিদিন কাগজ দিয়ে যান। কেউ বা দোকান বা স্টল থেকে শিরোনাম দেখে কাগজ কিনে থাকেন। অর্থাৎ, স্টলে বিভিন্ন কাগজের শিরোনামের প্রাতযোগিতায় জিতে কাগজ বিক্রি করতে হয়। শিরোনাম লেখকদের এই বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়।

প্রত্যেক খবরের কাগজে শিরোনামের একই মানে। কাগজ ভেদে সেই মানে বদলায় না। কিন্তু অনেক পাঠক আছেন যারা শিরোনামের সঠিক মানে জানেন না। তাঁরা মনে করেন, কাগজের মাথায় বড় বড় হরফে যে কথাগুলি ছাপা হয় শুধু সেটাই হেডলাইন, বা হেডিং বা শিরোনাম।

২০০১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বুধবারের আনন্দবাজার পত্রিকার মাথায় ৮ কলম জুড়ে মস্ত বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল—

"আমেরিকা আক্রান্ত"

কিছু পাঠকের ধারণা, শুধু ওটাই সেদিনের হেডলাইন। বাস্তবে তা নয়। বাস্তব হল, কাগজে Display type-এ আর যত কথা ছাপা হয়েছে তা সবই হেডলাইন বা শিরোনামের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, "আমেরিকা আক্রান্ত" কথা দুটির তলায় কাগজের বাঁ দিকে ৮ কলম জুড়ে দু'সারিতে ছাপা হয়েছিল—

"ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধূলিসাৎ • পেন্টাগন ও বিদেশ দফতরে হানা • হোয়াইট হাউস ফাঁকা • বিমান ছিনিয়ে জঙ্গি আক্রমণ"

ডিসপ্লে টাইপে ছাপা কাগজের এই অংশটিও হেডলাইন বা শিরোনামের পর্যায়ভুক্ত। ওই কাগজের প্রথম পাতার প্রথম কলমে এক কলম "টপ" মাপে ছাপা হয়েছিল—

"দুটি বিমান গুঁড়িয়ে দিল দুই টাওয়ার"

ওই পাতায় ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কলম জুড়ে ছাপা হয়েছিল—

"হতাহত কোথায় পৌঁছবে কেউ জানে না, বুশ বললেন শেষ দেখে ছাড়বেন"

প্রথম পাতায় নীচের ভাঁজের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম কলম জুড়ে ছাপা হয়েছিল—

"তিন সপ্তাহ আগেই হুঁশিয়ারি দেন লাদেন"

নীচের ভাঁজের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম কলম জুড়ে ছাপা হয়েছিল—

"ওয়াশিংটনের আকাশে ফৌজি বিমান খালি করা হল সব সরকারি অফিস"

এই অনুচ্ছেদে যে সব উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হল তার সবগুলিই হেডলাইন বা শিরোনামের পর্যায়ভুক্ত বিষয়। কাগজে ডিসপ্লে টাইপে ছাপা এক লাইন, দু'লাইন, তিন লাইন, বা একতলা, দোতলা, তেতলা বা এক সারি, দু'সারি বা তিন সারিতে ছাপা সব সংক্ষিপ্ত ঘোষণা বা বার্তা সংশ্লিষ্ট খবরটির হেডলাইন বা শিরোনাম বলে স্বীকৃত।

এই বিষয়ে Bruce Westley লিখেছেন, "The term headline has pretty much the same meaning from one newspaper to another but is often confused by the public. Any line or collection of lines of display type that precedes a story and summarizes it or introduces it can be called a headline. Some people use the term incorrectly to apply only to the banner line across the top of Page One. Others incorrectly use it to apply to the top unit of a series of decks of a headline."

৬.২.৩ পাতা সাজাবার খসড়া

খবরের কাগজ ছাপার আগে তার প্রতিটি পাতার কোথায় কী থাকবে তা সাজিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পাতা সাজিয়ে দেবার দায়িত্ব বিভিন্ন লোকের ওপর থাকে। পাতা সাজাবার এই প্রক্রিয়াকে বলে Dummy — অর্থাৎ, খসড়া, নকশা বা নকল তৈরি করে দেওয়া

আপনারা জেনেছেন পরের দিনের কাগজের পাতাগুলির কোথায় কোন খবর ব নিবন্ধ ঠাঁই পাবে তা ঠিক করে দেন একজন নয়, কয়েকজন ব্যক্তি। আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, এক একটি পাতা এক একজন ব্যক্তি সাজিয়ে দেন। উদাহরণ দিল ব্যাপারটি আরও সহজে বোঝা যাবে।

আমার হাতে রয়েছে ৯ অগস্ট, ২০০২ তারিখের প্রকাশিত ক কাগজের একটি কপি। কাগজটিতে ১২টি পাতা রয়েছে। আমরা শুরু করব শেষ পাতা থেকে।

পাতা নং ১২ — পাতা জোড়া একটি বিজ্ঞাপন। সেটিকে সাজাবার কোন প্রয়োজন ও সুযোগ নেই। বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা যেমন বলেছেন তেমনভাবে বিজ্ঞাপনটি ওই পাতায় স্থাপন করা হয়েছে।

পাতা নং ১১ — খেলার খবরের পাতা। এই পাতা সাজিয়েছেন ক্রীড়া সম্পাদক।

পাতা নং ১০ — জেলার খবরের পাতা। যে চিফ সাব জেলার খবরের ডেস্কের দায়িত্বে থাকেন এই পাতা সাজাবার অধিকার তাঁর। সন্ধ্যার মধ্যে এই পাতা সাজাবার কাজ সেরে ফেলা হয়।

পাতা নং ৯ — পশ্চিমবঙ্গ বাদে বিভিন্ন রাজ্যের খবর। এই সব খবর সম্পাদনা ও নির্বাচনের দায়িত্ব যে চিফ সাবের থাকে তিনিই এই পাতা সাজান। এই পাতাটি রাত আটটা ন'টার মধ্যে সাজিয়ে ফেলতে হয়।

পাতা নং ৮ — ব্যবসা বাণিজ্য শেয়ারের খবর। এই পাতা সাজাবার ভার থাকে বাণিজ্যিক সম্পাদকের হাতে। রাত আটটা ন'টার মধ্যে এই পাতাও সাজিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিতে হয়।

পাতা নং ৬-৭ — বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের পরবর্তী সাত দিনের অনুষ্ঠানসূচি। এই পাতা সাজাবার কাজ দেখেন বিনোদন সম্পাদক।

পাতা নং ৫ — প্রথম পাতায় প্রকাশিত কিছু খবরের শেষাংশ এবং ভিন রাজ্যের আরও খবর। এই পাতার খসড়া রাতের পালার চিফ সাবের হাতে।

পাতা নং ৪ — সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু খবর। সেইদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদক ঠিক করে দিয়েছেন দুটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্যে কোনটি আগে, কোনটি তার পরে বসবে। বাকি অংশ সাজিয়েছেন রাতের পালার চিফ সাব।

পাতা নং ৩ — ভিন রাজ্য ও দিল্লির খবর। পাতাটি সাজিয়েছেন মাঝের পালার চিফ সাব।

পাতা নং ২ — পরের দিনের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই পাতার এই অংশটি সাজিয়ে দিয়েছেন বিনোদন সম্পাদক।

পাতা নং ১ — এই পাতায় দিনের প্রধান প্রধান খবর এবং কাগজের একান্তভাবে নিজস্ব কোন বড় খবর থাকলে (Exclusive, Scoop) সেগুলি স্থান পায়। সেই সব খবর কোথায়, কি ভাবে, কত কলম শিরোনামে বসবে তা ঠিক করে সাজিয়ে দেন রাতের পালার চিফ সাব।

পাতার খসড়া কারা তৈরি করেন সেই ব্যাপারে আপনাদের ধারণা নিশ্চয় পরিষ্কার হয়েছে। আপনারা জেনেছেন, খবরের কাগজের পাতাগুলি সাজিয়ে দেন সংশ্লিষ্ট পালার চিফ সাব। এই ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদকের অনুমোদনসাপেক্ষ। তাই বল বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদক যে প্রতিদিন খবরের প্রতিটি পাতা সাজাবার ব্যাপারে চিফ সাবের ওপর খবরদারি করেন তেমন ঘটে না। সারা দিনের খবরের গতি প্রকৃতি জেনে বার্তা সম্পাদক মনে করলে খসড়া তৈরির ব্যাপারে চিফ সাবকে কোন পরামর্শ বা নির্দেশ দিলেও দিতে পারেন। তার অবশ্য প্রয়োজনও হয় না। কারণ, প্রথম পাতার খসড়া তৈরির সময়ে চিফ সাবের পাশে থাকেন বার্তা সম্পাদক।

কেন্দ্রে বা রাজ্যে নির্বাচনের ফল প্রকাশ, সরকার গড়া, কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রয়াণ এই রকম অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর থাকলে প্রথম পাতাটি ছাপার জন্য প্রিন্টারের হাতে ছাড়ার আগে পর্যন্ত সম্পাদক তাঁর বার্তা সম্পাদক ও চিফ সাবের টেবিলে এসে বসেন। তাঁদের কাজ দেখেন এবং প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত বদলের জন্য পরামর্শ দেন।

খবরের কাগজের দুটি প্রধান অংশ থাকে। একটিতে থাকে খবর এবং প্রাসঙ্গিক নানাবিধ লেখা। অন্য অংশে থাকে বিজ্ঞাপন। তাই খবরের কাগজ শুধু খবরের কাগজ নয়, তা খবর এবং বিজ্ঞাপনের মিশ্রিত পণ্য। সুতরাং পাতায় খবর সাজাবার খসড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপন স্থাপনের স্থান নির্দেশ করেও খসড়া তৈরি করতে হয়। আমরা সবাই খবরের কাগজের পাতায় খবর ও প্রাসঙ্গিক লেখার সঙ্গে বিজ্ঞাপনও দেখে থাকি।

এই অনুচ্ছেদে আমরা 'ক' কাগজের যে সংখ্যাটি সামনে রেখেছি তার ৪ নং পাতাটি বাদ দিয়ে ১১টি পাতার প্রত্যেকটিতে কম বেশি বিজ্ঞাপন আছে। পাতার নকশা তৈরির দুটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে সেই কাজ করা হয় বিজ্ঞাপন বিভাগে।

বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা পরের দিনের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলি নিয়ে বসেন। তারপর প্রথমে দেখেন কোন কোন বিজ্ঞাপন বিশেষ বিশেষ পাতার বিশেষ বিশেষ জায়গায় বসাবার জন্য বিজ্ঞাপনদাতার নির্দেশ আছে কি না। ৪ নং পাতা ছাড়া বাকি পাতাগুলির নকল তৈরি করে তিনি প্রথমে বিজ্ঞাপনদাতার নির্দেশ অনুসরণ করে বিজ্ঞাপনগুলির মাপ অনুযায়ী কলমের দৈর্ঘ ও প্রস্থে তার ছক কেটে দেন। ছক কাটা জায়গার মধ্যে কোন খবর বা লেখা বসান যাবে না।

তারপর বাকি বিজ্ঞাপনগুলি ভারসাম্য রক্ষা করে বিভিন্ন পাতায় বসাবার জন্য ছক কেটে দেন। পাতায় পাতায় ছক কাটা বিজ্ঞাপন বিভাগের তৈরি নকল পাতা বার্তা বিভাগের কাজের জন্য বিজ্ঞাপন বিভাগ সরবরাহ করে। সেই সব ছক কাটা পাতায় খবর ইত্যাদি বসাবার স্থান নির্দেশ করে ছক কাটেন বার্তা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এইভাবে বিজ্ঞাপন এবং খবর ও নিবন্ধাদির বিষয়বস্তু মিশিয়ে প্রতিটি পাতার খসড়া তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। আপনারা যে কাগজ হাতে পান তা ওই সব খসড়ার প্রতিরূপ।

মনে রাখবেন, কাগজ ছাপার আগের মুহূর্তে অথবা কাগজ ছাপা চলাকালেও প্রথম পাতার খসড়া বদলাতে হতে পারে। মনে করুন, কাগজ ছাপা শুরু হওয়ার সময় বা ছাপার কাজ চলাকালে খবর এল কোন বড় মানুষের জীবনাবসান হয়েছে, অথবা রাজ্যে বা দিল্লিতে কোন বিরাট বিপর্যয় ঘটেছে। তাহলে সেই খবর প্রথম পাতায় ধরাবার জন্য রাতের পালার চিফ সাব ছাপাখানায় প্রিন্টারের কাছে নির্দেশ পাঠান, Stop Press — মেশিন থামাও।

নির্দেশমত মেশিন থেমে যায়। অন্তর্বর্তী সময়ে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নতুন খবরটি তৈরি করে, আগের কোন একটি খবর সরিয়ে দিয়ে বা বাদ দিয়ে বা ছোট করে নতুন খবরটিকে স্থান করে দিয়ে পরিবর্তিত খসড়া তৈরি করা হয়। সেই খসড়া অনুসরণ করে ফের কাগজ ছাপা আরম্ভ হয়ে যায়।

তবে কাগজ ছাপা আরম্ভ হবার ঠিক মুখে বা কাগজ ছাপা চলাকালে নির্ধারিত ব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়ে খসড়া পরিবর্তন করার মত জরুরী অবস্থা রোজ রোজ ঘটে না। সুতরাং প্রথম খসড়ার ভিত্তিতে কাগজ ছাপা স্বাভাবিক রীতি।

আপনাদের মধ্যে কারো কারো মনে হতে পারে, পাতার খসড়া তৈরি করা বুঝি খুব শক্ত কাজ। ব্যাপারটা শক্ত বা সহজ কোনটাই নয়। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাঁধাধরা ছক অনুসরণ করে এই কাজটি করা হয়ে থাকে। যারা তা রপ্ত করেছেন তাঁরা মসৃণভাবে এই দায়িত্ব সামলাতে পারেন। তবে পর পর দু'দিন বা টানা সাতদিন একই ছকে খসড়া তৈরি করলে তা পাঠকদের পছন্দ হবে না। এই কথাটি মনে রেখে খসড়া তৈরি করতে হবে।

খবরের কাগজের পাতাগুলি, বিশেষ করে প্রথম পাতাটি সময়মত সাজিয়ে নকশাটি প্রিন্টারের হাতে তুলে দেওয়া কাজটি অভ্যাসসাপেক্ষ ব্যাপার। উপস্থিত বুদ্ধি, খবরের গুরুত্ব চট করে ধরে ফেলার ক্ষমত, কোন কোন খবর পাঠকের নজর কাড়বে তা স্থির করায় এক এক কাগজের এক এক এডিটর নিজস্ব বিচারের দ্বারা চালিত হন। ফলে একই দিনের দুটি কাগজের প্রথম পাতা অবিকল একরকম হয় না, ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা কাগজের একটি বিশেষ দিনের সংখ্যাগুলির প্রথম পাতাগুলি আমরা দেখতে পারি।

রবিবার, ৮–৯–২০০২

আনন্দবাজার পত্রিকা — মোট খবর ৬ (ছয়)

(ক) ৬ কলম শিরোনাম : "মমতার হুমকি না মেনে প্রমোদকে বাড়িতে চা খাওয়ালেন সুদীপ"

(খ) ১ কলম শিরোনাম : "ফের ঝলসাল রাহুলের ব্যাট"

(গ) ২ কলম শিরোনাম : "তদন্তের ফাঁক ঢাকার চেষ্টা / মৃত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কথা"

(ঘ) ১ কলম শিরোনাম : "সৌরভেরাই ঠিক করবেন কলম্বো তাঁরা যাবেন কিনা"

(ঙ) ৬ কলম শিরোনাম : "কোটায় পাম্প অন্যায় নয়, বলছে বিজেপি"

(চ) ৬ কলম শিরোনাম : "বীরাপ্পানের খোঁজে কুন্ডাল জঙ্গলের ওপর চক্কর দিচ্ছে তিন হেলিকপ্টার"

বর্তমান — মোট খবর ১০ (দশ)

(ক) ১ কলম শিরোনাম : "বন্ধ বাইপাসসহ কিছু অপারেশন"

(খ) ৩ কলম শিরোনাম : "মেডিকেলে সঙ্কটজনক রোগী ছাড়া ইমার্জেন্সিতে ভর্তি বন্ধ"

(গ) ১ কলম শিরোনাম : "পাক কমিটির সঙ্গে বৈঠক চান জেঠমালানিরা"

(ঘ) ১ কলম শিরোনাম : "সুদ কমছে, খুশি নন অসীম"

(ঙ) ১ কলম শিরোনাম : "শিশু মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু"

(চ) ২ কলম শিরোনাম : "ব্ল্যাঙ্ক চেকের টোপ দিয়ে শচীনদের পুরনো শর্তেই সই করতে বলল বোর্ড"

(ছ) ১ কলম শিরোনাম : "দুরন্ত দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক"

(জ) ৩ কলম শিরোনাম : "মালিকপক্ষকে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অবাধ ক্ষমতা দিতে বলল দ্বিতীয় শ্রম কমিশন"

(ঝ) ১½ কলম শিরোনাম : "মৃত্যু, নার্সিং হোমে মারধর"

(ঞ) ৪ কলম শিরোনাম : "মমতাকে ছাড়া সিপিএমকে হটানো যাবে না : মহাজন"

সংবাদ প্রতিদিন — মোট খবর ৮ (আট)

(ক) ৪ কলম শিরোনাম : "গুলির লড়াই সত্যমঙ্গলম জঙ্গলে // টাস্ক ফোর্স ব্যর্থ /// হাতে পেয়েও হাতছাড়া বীরাপ্পন"

(খ) ১ কলম শিরোনাম : "ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি বোর্ড, চাপে সৌরভরা"

(গ) ১ কলম শিরোনাম : "ইরাককে ধ্বংস করার হুমকি বুশের"

(ঘ) ২ কলম শিরোনাম : "বুশের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে জল"

(ঙ) ১ কলম শিরোনাম : "দ্রাবিড়ের সেঞ্চুরি, পারলেন না শচীন"

(চ) ১½ কলম শিরোনাম : "প্রমোদও বললেন, মমতা স্বাগত"

(ছ) ১½ কলম শিরোনাম : "পেট্রোকেমে অনিশ্চিত গেইল, আই ও এল"

(জ) ৩ কলম শিরোনাম : "কাশ্মীরের বাতাসে ভাসে অনিশ্চয়তা"

আজকাল — মোট খবর ৭ (সাত)

(ক) ৬ কলম শিরোনাম : "ক্রিকেটার-ঐক্যের কাছে হার ডালমিয়ার / শচীনদের ক্ষতিপূরণ দেবে বোর্ড, তবু জট // সানিকে কথা বলার দায়িত্ব /// কাল দল"

(খ) ২ কলম শিরোনাম : "শৌরি কুপোকাত / ২ তেল কোম্পানীর বিলগ্নীকরণ স্থগিত"

(গ) ১ কলম শিরোনাম : "আবার সফল রাহুল, শচীন এবং সৌরভ"

(ঘ) ১½ কলম শিরোনামে ১ শোল্ডারের তলায় দুটি খবর (মোট তিন কলম) :
"বিজেপির রাজনৈতিক সম্মেলনে মমতাকে (শোল্ডার) / তপনের তুলোধোনা // প্রমোদের প্রশস্তি"

(ঙ) ২ কলম শিরোনাম : "কেন্দ্রকে শ্রম কমিশন / অবাধে ছাঁটাই, লে অফ"

(চ) ৩ কলম শিরোনাম : "বিদ্যুৎ, জল, হাসপাতাল নিয়ে অভিযোগ / বিনা ব্যয়ে নিষ্পত্তি হবে লোক আদালতে"

তাহলে আমরা ওই তারিখের পাঁচটি বাংলা কাগজের প্রথম পাতায় মোট ৩৮টি খবর পেয়েছি। তার মধ্যে অধিকাংশ কাগজ শুধু রাহুল দ্রাবিড়কে প্রথম পাতায় ঠাঁই দিয়েছে। বীরাপ্পানকে প্রথম পাতায় টেনে আনার ব্যাপারে আনন্দবাজারের একমাত্র সঙ্গী সংবাদ প্রতিদিন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় শ্রম কমিশনের সুপারিশকে সমগুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান ও আজকাল। বাকিরা তা দেওয়া দরকার মনে করেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, খবরের কাগজে খবরের গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে এত পার্থক্য কেন হয়। এই বিষয়ে ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) যা বলে গেছেন আমরা তা শুনতে পারি। লিপম্যান গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক বলে স্বীকৃত।

তিনি যা বলেছেন তা অনেকটা এই রকম, প্রত্যেক খবরের কাগজ নিবিড় বাছাইয়ের ফল হিসাবে পাঠকের হাতে পৌঁছায়। যত খবর আসে তার মধ্যে কোনগুলি ছাপা হবে, কাগজের কোন জায়গায় ছাপা হবে, খবরটি জন্য কতটা জায়গা বরাদ্দ করা হবে, কাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে ধারাবাহিক বাছাই পর্বের মধ্যে দিয়ে তা স্থির হয়। এই ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। চলতি ধারা অনুসরণ করাই এই ব্যাপারে একমাত্র রীতি।

লিপম্যানের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এই রকম– "Every newspaper when it reaches the reader is the result of a whole series of selections as to what items shall be printed, in what position they shall be printed, how much space each shall occupy, what emphasis each shall have. There are no objective standards here. There are conventions.

এই প্রসঙ্গে লিপম্যান আরও কয়েকটি কথা বলেছেন। সেগুলিও মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, সম্পাদক সবসময় নিজের পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে খবর বাছাই করেন না। পাঠকের রুচি ও প্রয়োজন জেনেও তাঁকে এই কাজ করতে হয়। হ্যাঁ, এই রকম ক্ষেত্রেও পাঠকের রুচি কী তা ঠিক করতে সম্পাদককে নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। যে সম্পাদক কাগজের পাতা সাজাবার সময় পাঠকের রুচি, চাহিদা, আবেগ ও কৌতূহলের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন সেই কাগজের সাফল্য অবধারিত। পাতা সাজাবার মধ্যে দিয়ে পাঠককে হাসাতে, কাঁদাতে, ভাবাতে, উত্তেজিত করতে পারলে বুঝতে হবে পাঠক খবরের সঙ্গে মিশে গেছেন। পাতা সাজান সার্থক হয়েছে।

৬.২.৪ প্রুফ সংশোধন

খবরের কাগজে ছাপার জন্য নির্বাচিত খবর বা নিবন্ধের পাণ্ডুলিপির প্রথম মুদ্রণকে প্রুফ কপি বলা হয়। প্রুফ কপি পড়া খবরের কাগজ প্রকাশনার একটি পর্যায়। প্রুফ কপি পড়ার উদ্দেশ্য প্রথম মুদ্রণে যে সব ভুল থাকে তা ঠিক করে দেওয়া। ভুল সংশোধন করা না হলে ভুলে ভরা কাগজ বেরিয়ে যায়। তেমন কাগজ মানুষের হাসির খোরাক হয়। পাঠকের সম্ভ্রম অর্জন করার জন্য নির্ভুল কাগজ প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

যে সব সাংবাদিক পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে প্রুফ কপি পড়ে ভুল সংশোধন করেন তাঁদের Proof Reader — প্রুফ পাঠক বলা হয়। প্রুফ পাঠকদের কাজ বর্ণনা করে ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "Proof Reader means a person who checks up printed matter or proof with Editors copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of

spelling, mistakes of grammar and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected" — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির প্রুফ পড়েন তিনি প্রুফ রিডার। তা করতে গিয়ে প্রথম বিষয়বস্তুর সঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর কোন অসঙ্গতি তাঁর চোখে ধরা পড়তে পারে। তা ছাড়া, ভুল তথ্য, ভুল বানান, বাক্য গঠন ও উপস্থাপনার ব্যাকরণগত ত্রুটিবিচ্যুতিও তাঁর নজরে আসতে পারে। এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি তিনি নিজে সংশোধন করে দেন কিংবা ডেস্কে গিয়ে সংশোধন করে নেন।

খবরের কাগজ প্রকাশনায় প্রুফ রিডারদের ভূমিকা ও অন্যান্য সাংবাদিকদের মতই গুরুত্বপূর্ণ। যারা কপি লেখেন ও কপি সম্পাদনা করেন, তাড়াহুড়োয় বা অন্য কারণে কপিতে নানারকম ভুল করে ফেলতে পারেন। ভুলগুলি কি ধরনের তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। হরফ সাজিয়ে সেই সব লেখা ছাপার জন্য তৈরি করার সময়ে পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধন করা হয় না। তা ছাড়া হরফ সাজাবার সময় কম্পোজিটারও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু কাজ করে ফেলতে পারেন।

পাণ্ডুলিপি নির্ভুল কিনা এবং তা নির্ভুলভাবে কম্পোজ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয় প্রুফ রিডিং বিভাগে। সেই জন্য এই বিভাগকে কেউ কেউ ছাপাখানার চেক পোস্ট বলেন। ছাপাখানার থেকে পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ একসঙ্গে প্রুফ রিডিং বিভাগে সরবরাহ করা হয়। তা টেবিল আসামাত্র একজন প্রুফ রিডার পাণ্ডুলিপি ধরেন, আর একজন জোর গলায় প্রুফ পড়তে থাকেন। এই পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রুফ মেলাবার কাজ চলে। সেই সময় পাণ্ডুলিপিতে বা প্রুফে বা উভয় ক্ষেত্রে কোন রকম অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা তখনই সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা প্রুফ রিডারদের দায়িত্ব। একাজ হেলাফেলা করার নয়। বরং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতে হয়। তা না হলে নিখুঁত কাগজ বার করা সম্ভব হয় না।

ছাপার বিষয়বস্তুতে কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করার জন্য সুনির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন আছে। ছাপা বিষয়বস্তুতে কোন ভুল সংশোধন করতে হলে প্রুফ রিডার নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন প্রুফের মার্জিনে বসিয়ে দেন। কম্পোজিটারকেও সেই সব সাংকেতিক চিহ্নর মানে জানতে হয়। প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলি সব দেশেই এক রকম।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব এবং তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কালের যাত্রাপথে খবরের কাগজ ছাপার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। লাইনো মেশিনের হরফবিন্যাসের পদ্ধতির জায়গা দখল করেছে কম্পিউটার। প্রুফ রিডারকে সরিয়ে তাঁর কাজও করে দিতে পারে কম্পিউটার অপারেটার। সুতরাং প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলিও খবর কাগজ প্রকাশনায় আর অপরিহার্য থাকছে না, বরং ক্রমশ অচল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু কম্পিউটার বিপ্লব প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব এতটুকুও কমাতে পারেনি। বরং তার গুরুত্ব আগেই মতই আছে।

প্রুফ রিডারের কাজ যে ছোট কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে বিধুভূষণ সেনগুপ্তর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় প্রখ্যাত নট এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ি, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ দেখতেন। ডেইলি নিউজের সম্পাদক কালীকৃষ্ণ সেন এবং বিধুভূষণ দু'জনে মিলে সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রুফ দেখতেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন প্রথম জীবনে কিছুদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রুফ দেখেছিলেন।

প্রতাপ কুমার রায় লিখেছেন (সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৭ জুলাই, ২০০২), তাঁর বন্ধু সমরেন রায়ের ছাপাখানায় গৌরকিশোর ঘোষ "থাকত। প্রুফ দেখত"।

প্রাচীন মার্কসবাদী নেতা এবং সিপিআইএম-এর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দেশহিতৈষীর প্রধান সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত এই বিষয়ে স্মৃতিকথামূলক একটি রচনায় কয়েকটি কথা জানিয়েছেন। (গণশক্তি, শারদ সংখ্যা, ২০০২)। লেখার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এসেছে স্বাধীনতা পত্রিকাকে জড়িয়ে। সিপিআই-এর দৈনিক কাগজ স্বাধীনতা'র বার্তা বিভাগে যুক্ত ছিলেন সুধাংশবাবু। তিনি লিখছেন, "আজও মনে পড়ে লেখক বিষ্টু মুখার্জি কাজ করতেন প্রুফ টেবিলে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন প্রুফ টেবিলে। কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ বলতেন— কাগজে সিপিআইয়ের একটা বানানও ভুল থাকবে না। তাই তিনি লেখক দিয়ে স্বাধীনতা'র প্রুফ টেবিল সাজিয়েছিলেন। সে সময়ে স্বাধীনতা'র প্রুপ টেবিলে কাজ করতেন কমরেড বিষ্টু মুখার্জি, বিদ্যোদয় লাইব্রেরির কমরেড দীনেশ চট্টোপাধ্যায় আর আনন্দবাজার পত্রিকার কমরেড স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য।"

৬.২.৫ প্রদর্শনকলা ও অঙ্গসজ্জা

নিয়মিত খবর ও নিবন্ধগুলি ছাপার জন্য তৈরি হবার এবং ছবিগুলি বাছাই হয়ে যাবার পর অঙ্গসজ্জার কাজ আরম্ভ হয়। গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি উপযুক্ত শিরোনামে, উপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করা এবং কোন ছবি কোন পাতায় দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কতটা জায়গা নিয়ে ছাপা হবে তা স্থির করাকেই পাতার প্রদর্শনকলা বা অঙ্গসজ্জা বলা হয়।

উন্নত মানের সংবাদপত্র প্রকাশনায় উন্নত মানের অঙ্গসজ্জার বিশেষ প্রয়োজন আছে। উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসজ্জা কাগজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

অঙ্গসজ্জার সংজ্ঞা নির্দেশ করে Bruce Westley যা বলেছেন তা আপনাদের জানাই। তারও আগে জানাই, খবরের কাগজে অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলা দুটি কথা চালু থাকলেও অর্থ একই রকম। তাই আপনারা প্রদর্শনকলা (Display) এবং অঙ্গসজ্জার (Makeup) মধ্যে পার্থক্য খোঁজার চেষ্টা করবেন না।

Westley এ সম্পর্কে বলেছেন, "Good make-up consists of an attractive typographical arrangement and one which helps tell the days news."

অর্থাৎ, কোন খবরের শিরোনাম কত পয়েন্টে ছাপা হলে আকর্ষণীয় হবে তা স্থির করা এবং কোন খবরকে কতটা গুরুত্ব দিতে হলে পাতার ঠিক কোন জায়গায় স্থাপন করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই অঙ্গসজ্জা।

Westley বলেছেন ছ'টি বিষয় খেয়াল রেখে অঙ্গসজ্জার ব্যবস্থা করতে হয়। বিষয়গুলি হল—

পাঠককে দিনের খবর জানতে সাহায্য করা— "Helping tell the day's news—smoothing the path of information to the reader—helping minimise the effort required by the reader to find, read and understand the news."

দিনের খবরগুলি পরিকল্পিতভাবে পরিবেশন করা— "Giving an orderly, meaningful pattern to the presentation of the days news."

খবরের আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝাতে শিরোনামের হরফ নির্বাচন ও খবর স্থাপন কর— "Expressing, through headline size and placement, the relative importance of the news of that day."

পাঠকের কাছে কাগজকে আকর্ষণীয় করে তোলা— "Making the paper attractive to the reader— an inviting package."

পাঠকের অভ্যাসের সুযোগ নেওয়া— "Capitalizing on reader habits."

পাঠক যা যা পড়তে চান সেগুলি তাঁকে সহজে খুঁজে পেতে সাহায্য করা— "Helping the reader find what he wants to read with relative ease."–

Westley যে ছ'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন সেগুলির সামান্য বিশ্লেষণ দরকার। তিনি বলেছেন, এমনভাবে ছবি ও খবরগুলি প্রদর্শনের পরিকল্পনা করতে হবে যাতে পাঠক দিনের প্রধান প্রধান খবরগুলি চট করে খুঁজে পান। ধরুন, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি শহরে সিপিআইএম-এর একটি অফিসে জঙ্গিরা হামলা করল, গুলিবৃষ্টি করল, কয়েকজন হতাহত হল। এই খবরটি ব্যানার হেডলাইনে প্রথম পাতায় অনেকটা জায়গায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। ওই পাতাতেই কলকাতায় রাজনৈতিক মহলের প্রতিক্রিয়া এবং সরকারি বক্তব্য আলাদা ভাবে ঠাঁই দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই পাঠক এই বিষয়ে সংবাদগুচ্ছ চট করে খুঁজে পাবেন। এর অন্যথা হলে তিনি বিভ্রান্ত ও বিরক্ত হবেন। পাঠকের অসন্তোষ কাগজের পক্ষে ক্ষতিকর।

দিনের খবরগুলি পরিকল্পিতভাবে প্রদর্শন করার মানে হল, ধূপগুড়িতে সিপিআইএম-এর অফিসে জঙ্গি হামলার তিনটি খবর একসঙ্গে মিশিয়ে একটি ঢাউস কপি তৈরি করা নয়। বড় বড় কপি অধিকাংশ পাঠক ধৈর্য ধরে পড়তে চান না। সেই জন্য তিনটি কপি আলাদাভাবে কিন্তু একই পাতায় কাছাকাছি অবস্থানে প্রদর্শন করতে হয়।

খবরের গুরুত্ব বুঝে শিরোনামের হরফ ছোট, মাঝারি বা বড় করে যোগ্যস্থানে প্রদর্শনের মানে হল, ধূপগুড়ির ওই ঘটনার খবরের শিরোনাম কমপক্ষে ৭০ পয়েন্টে ছাপতে হবে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর না থাকলে এই খবরটিকেই প্রধান খবর হিসাবে প্রথম পাতায় কাগজের নামের ঠিক নীচে প্রদর্শন করতে হবে। ৩০ পয়েন্ট টাইপে এই খবরের শিরোনাম করে এবং তাকে প্রথম পাতার বদলে তিন, পাঁচ বা সাতের পাতায় ঠেলে দিলে পাঠক বুঝবেন, কাগজটা পাতে দেবার যোগ্য নয়।

ধূপগুড়ির ওই ঘটনার তিনটি খবর প্রথম পাতায় বড় বড় শিরোনামে কাছাকাছি প্রদর্শন করার বদলে তিনটি পাতায় ছড়িয়ে দিলে সবটা এলোমেলো হয়ে যাবে। এলেমেলোভাবে খবর প্রদর্শন করলে কাগজের আকর্ষণ নষ্ট হয়।

আট পাতার কাগজে খেলার খবর সাধারণত আটের পাতায় থাকে। খেলার খবর আটের পাতায় দেখতেই পাঠক অভ্যস্ত। তাঁর এই অভ্যাসের মর্যাদা দিতে হলে খেলার খবর এক একদিন এক এক পাতায় প্রদর্শন না করে প্রতিদিন আটের পাতায় প্রদর্শন করাই উচিত।

একই ভাবে আট পাতার কাগজে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, বিশেষ নিবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের নির্দিষ্ট স্থান চারের পাতা। সুতরাং সেইভাবেই সেগুলি প্রদর্শন করতে হবে। এর অন্যথা হলে পাঠক অসুবিধায় পড়বেন।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ালো যে কাগজের অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলার মধ্যে কোন সীমারেখা

নেই। এই কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে সংবাদের গুরুত্ব অগ্রাধিকার পায়। পাতাগুলি মানানসই হয়, তা দেখতে ভাল লাগে এবং পছন্দের খবরগুলি অনায়াসে খুঁজে নেওয়া যায়। এই চারটি বিষয় হল উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলার প্রধান শর্ত।

৬.২.৬ চিত্র প্রদর্শনকলা

খবরের কাগজ শুধু খবর ছাপা হয় না, সংবাদচিত্রও ছাপা হয়। নানা ধরনের খবরের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি না থাকলে কাগজের অঙ্গহানি ঘটে ও খবরের কাগজ পাঠকদের কাছে আকর্ষণ হারায়। সুতরাং ভাল ভাল খবরের সঙ্গে ভাল ভাল ছবি দিতে না পারলে কোন খবরের কাগজ ভাল খবরের কাগজের স্বীকৃতি পায় না। তাই রিপোর্টাররা যখন কোন অঘটনের খবর যোগাড় করতে ছোটেন তখন তাঁর সঙ্গে তাল রেখে ছোটেন সেই কাগজের ফোটোগ্রাফার। সেই দৌড়ে রিপোর্টারের একটু পিছিয়ে পড়লেও চলে কিন্তু ফোটোগ্রাফারের সেই ত্রুটি অমার্জনীয়। কারণ, খবরটা পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেওয়া যায়, টেলিফোনে তার বিবরণ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে সে সুযোগ নেই। সুতরাং ফোটোগ্রাফারকে ছুটতে হয় রিপোর্টারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বা তাঁকে পিছনে ফেলে।

যে ঘটনা বর্ণনা করতে কয়েক শত শব্দ লাগে শুধু একটি ছবিতেই তা বোঝান যায়। শব্দ এবং ছবি দুইই কথা বলে। তারা কথা বলে নিঃশব্দে। কথা বলে যে যার ভাষায়।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাঁশের ব্যারিকেড নিচু হয়ে গলে যাচ্ছেন খবরের সঙ্গে এর ছবি প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজে বেরলে এবং আপনার কাগজে না থাকলে কেমন লাগবে?

ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের মঞ্চে বসে থাকার সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হঠাৎ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে কোন মতে ওঠার চেষ্টা করছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ইন্দিরা। ভাবুন তো এই ছবি আপনার কাগজের প্রথম পাতায় না দেখলে আপনাদের সম্পর্কে পাঠকরা কি ভাববেন।

কিম্বা ভাবুন, জন কেনেডির ঘাতক হার্ভে লি অসওয়াল্ডের পেটে পিস্তলের নল ঠেকিয়েছে নাইট ক্লাবের মালিক জ্যাক রুবি। এই ছবি অন্য কাগজ ছাপতে পারল কিন্তু আপনি সে কাজে ব্যর্থ হলেন—আপনার পাঠকরা আপনাকে মাপ করবেন? করবেন না।

একবার ভাবুন তো, এই সব ঐতিহাসিক মুহূর্ত ও ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি ক্যামেরায় বন্দি করতে ফোটোগ্রাফারদের কতটা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়। রিপোর্টার কিছুক্ষণ অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে, সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে খোশগল্প করতে পারে, এমনকি ঘটনাস্থলে না গিয়েও রিপোর্টের মালমশলা যোগাড় করে নিয়ে কাজ সামলে দিতে পারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বা বিষয়ের খবর কভার করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোটোগ্রাফারের মূলমন্ত্র, সদা সতর্ক থাকা। মুহূর্তের অসাবধানতায় ঐতিহাসিক কোন খবরের ছবি তাঁকে ফাঁকি দিতে পারে। কোন পন্থায়, কোন মূল্যে তিনি ফেলে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

সব ছবিই কি খবরের কাগজে ছাপা যায়? সব ছবিই কি কাগজের প্রথম পাতায় ছাপার যোগ্য?

এই সব প্রশ্নের একটা সাধারণ জবাব হচ্ছে, কাগজের প্রথম পাতায় কদাচ এমন ছবি ছাপা হবে না যা পাঠকদের কাছে রুচিসম্মত নয়। যে ছবি দেখলে পাঠক আতঙ্কিত হতে পারেন বা মনে বিকার সৃষ্টি হয় এমন ছবিও কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হয় না।

আবার এমন ছবিও সম্পাদকের হাতে আসতে পারে যার ঐতিহাসিক মূল্য অসীম কিন্তু তবুও তিনি তা কাগজের প্রথম বা অন্য কোন পাতায় না ছাপার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরের মুহূর্তের বীভৎস ছবিগুলির কথা স্মরণ করতে পারি। দেশের একটি ইংরাজি সাময়িক পত্র সেই ছবিগুলি প্রচুর দাম দিয়ে কিনেছিল এবং তা কয়েক পাতা জুড়ে ছেপেছিল। পত্রিকার সেই সংখ্যাটি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়েছিল। তাতেও চাহিদা না মেটায় ওই সংখ্যাটি আর একবার ছাপতে হয়েছিল।

ছবিগুলির অধিকাংশ ছিল ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত বিকৃত অনেকগুলি শবদেহের। তার মধ্যে রাজীব গান্ধীর ক্ষতবিক্ষিপ্ত, রক্তাক্ত এবং বিবস্ত্র মৃতদেহও ছিল। ভারতীয় সাময়িক পত্রটিতে সেই ছবিও ছাপা হল।

কিন্তু এই সব ছবির গোছা হাতে পেয়েও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী সেগুলি ছাপল না। পত্রিকাটির সূচীপত্রের নিচে একটি চৌকো আকারের ছোট ছবি ছাপা হয়েছিল। তাতে দেখান হয়েছিল, একটি টেবিল ঘিরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। টেবিলের ওপর কতকগুলি ছোট ছোট ছবি চিৎ করে রাখা আছে। তার মধ্যে রাজীব গান্ধীর মৃতদেহের ছবিটিও চেষ্টা করলে চিনে নেওয়া সম্ভব।

এই ছবির তলায় চিত্র পরিচিতিতে বলা হয়েছিল, রাজীব গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের এই ছবিগুলি আমরা পেয়েছি ও পরীক্ষা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত, প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাভাজনের জন্য ছবিগুলি ছাপা উচিত হবে না।

একই ঘটনার ছবি নিয়ে দুটি পত্রিকার পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের কাহিনী উল্লেখ করার উদ্দেশ্য যে, কোন ছবি ব্যবহার করা হবে অথবা হবে না তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তা একান্তভাবে নির্ভর করে সম্পাদকের রুচি ও বিচারবুদ্ধির ওপর।

তবে সাধারণভাবে শুধু রাজীব গান্ধী নয়, যে কোন ক্ষতবিক্ষত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত মৃতদেহের ছবি কাগজের প্রথম পাতায় তো বটেই অন্য কোন পাতাতেও ছাপা হয় না।

খবরের কাগজে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এমন সব ছবি দেখা যায় যেগুলি রুটিন ছবি, মামুলি ছবি, সাজান ছবি। কোন নেতা কোথাও বক্তৃতা করছেন, কোন মন্ত্রী ফিতে কেটে কিছু উদ্বোধন করছেন এই সব ছবি কোন পাঠকই মন দিয়ে দেখেন না। কারণ, এই রকম ছবি পাঠকের কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে।

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোবার পর আর এক ধরনের ছবি কোন কোন কাগজে এখনও ছাপা হয়। সেই ছবি হল প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্রছাত্রীর মিষ্টি খাওয়ার ছবি। কিম্বা মা, বাবা, দাদু বা অন্য কারো গলা জড়িয়ে হাসি মুখের ছবি।

খবরের কাগজে যে সব ছবি ছাপা হয় সেগুলি নানা সূত্রে সংগ্রহ করা হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত বড় বড় কাগজগুলির কলকাতার প্রধান অফিসে স্টাফ ফোটোগ্রাফাররা থাকেন। তা ছাড়া কয়েকজন ফ্রি ল্যান্স ফোটোগ্রাফারও বিভিন্ন কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কলকাতায় এবং শহরতলিতে বিভিন্ন খবরের ছবি তাঁরাই সরবরাহ করেন।

জলপাইগুড়িতে বন্যা, পুরুলিয়ায় খরা, পশ্চিম মেদিনীপুরে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা, মালদহ-মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ভাঙ্গন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরসঙ্গমে মকর সংক্রান্তির স্নান ইত্যাদি ঘটনার ছবি তুলতে স্টাফ ফোটোগ্রাফার অথবা ফ্রি ল্যান্স ফোটোগ্রাফারদের পাঠান হয়ে থাকে।

দেশের অন্যান্য স্থান এবং বিদেশের সংবাদচিত্র আসে নানা সূত্র থেকে। রয়টার্স, এ এফ পি, পি টি আই, পেশাদার ফটো এজেন্সি, বিভিন্ন দূতাবাস, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের তথ্য বিভাগ বিভিন্ন সংবাদচিত্র কাগজগুলিকে সরবরাহ করে। ফটো এজেন্সি, রয়টার্স, এ এফ পি বা পি টি আইয়ের মত সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে চুক্তিমত দাম দিয়ে ছবি কিনতে হয়। অন্য সূত্রে ছবিগুলি বিনামূল্যে পাওয়া যায়। স্টাফ ফোটোগ্রাফারই হোন বা কাগজের সঙ্গে যুক্ত ফ্রি ল্যান্স ফোটোগ্রাফারই হোন তাঁদের কারো পক্ষেই অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার কেন্দ্রে উপযুক্ত সময়ে হাজির থাকা সম্ভব হয় না। ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরা সেই জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে জল অনেকটা গড়িয়ে যায়।

কলকাতা ও তার শহরতলির বাইরের কোন কোন গ্রামের রেল বা সড়ক সেতু কবে ভাঙবে, কবে কোন সড়কে দুটি ধাবমান গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে অনেক লোক হতাহত হবে, কোথায় কবে দু'দল মারমুখি লোকের মধ্যে প্রচণ্ড হিংসাত্মক দাঙ্গাহাঙ্গামা অগ্নিকাণ্ড রক্তপাত হবে তা আগে থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। অথচ ওই রকম প্রত্যেকটি ঘটনার সংবাদমূল্য (News Value) আছে।

স্থানীয় কোন স্টুডিয়োর পেশাদার ফোটোগ্রাফার ওই রকম কোন অঘটনের ছবি তুলে তা নিয়ে কলকাতায় কোন কাগজের বা একাধিক কাগজের অফিসে এসে ছবিগুলি দেখাবেন। ফোন করার সুযোগ থাকলে কলকাতায় আসার আগে কাগজের অফিসে কথা বলে জেনে নেবেন ওই ঘটনার ফোটো তাঁরা চান কিনা। তাঁদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলে সেই ফোটোগ্রাফার ছবি নিয়ে কলকাতায় ছুটবেন। তার মধ্যে দু'একটা ছবি পরের দিনের কাগজে ছাপা হয়ে যাবে।

সারা দুনিয়ায় এই রকম অনির্দিষ্ট সূত্র থেকেও অপ্রত্যাশিত ঘটনার ছবি সংগ্রহ করার রেওয়াজ আছে।

একজন ফোটোগ্রাফার কীভাবে কাজ করেন ফ্রেডরিক ফরসাইথ (Frederick Forsyth) একটি ছোটগল্পের মধ্যে তাঁর সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন (ব্ল্যাকমেল, ভাষান্তর সুদীপ্ত চক্রবর্তী)। একজন দক্ষ ফোটোগ্রাফার কী চোখে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে অ্যাকশন ছবি শিকার করেন তার বাস্তব বর্ণনা এই গল্পে ফুটে ওঠেছে।

গল্পের পটভূমিতে ডাবলিন শহরে একটি বসতি উচ্ছেদের অভিযান। নগর পরিষদ (সিটি কাউন্সিল) বসতি উচ্ছেদ করে সেখানে একটি আধুনিক বাজার বসাবে। গ্লস্টার ডায়মন্ড মহল্লার মেয়ো রোডে অবস্থিত বস্তিটি ভাঙার কাজ ৯৯ শতাংশ শেষ হয়ে গেছে। বাকি আছে একটি জীর্ণ দোতলা বাড়ি। বাড়িতে এক ততোধিক জীর্ণ বৃদ্ধ এবং তার পোষা চারটি মুরগির বাস। আজ সেই বাড়িটিও ভাঙা হবে। গল্পে আছে—

"বুড়োকে নিয়ে স্থানীয় খবরের কাগজগুলোর লাফালাফির শেষ নেই। তার নাম দেওয়া হয়েছে মেয়ো রোডের সাধক।"

এইদিন আরও অনেকের সঙ্গে "স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রবীণ ফোটোগ্রাফার বার্নি কোলহার যথারীতি হাজির। সঙ্গে এক অল্পবয়সী রিপোর্টার।"

পুলিশ এবং সাংবাদিক উভয় পক্ষই জানে দূরত্ব বজায় রেখে যার যার কাজ করতে হবে। "সম্পর্ক নষ্ট করে, ঝগড়া করে লাভ কারুরই নেই।"

বাড়িটি ভাঙার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে পুলিশের সঙ্গে "কথা বলতে এগিয়ে এল রিপোর্টারটি। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি জোর করে ভদ্রলোককে উচ্ছেদ করে দেবেন?"

খুব স্পর্শকাতর কিন্তু ষোল আনা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। চিফ পুলিশ সুপার উইলিয়ম জে হ্যানলির পক্ষে জবার দেওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু এই রকম বহু অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা হ্যানলির আছে।

তাই "হ্যানলি নিমেষের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধূসর চোখ দুটো দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। পিছিয়ে গেল রিপোর্টার। না বললেই ভাল ছিল কথাটা।

গম্ভীর গলায় হ্যানলি বললেন, যথাসম্ভব ভদ্র আচরণই করার চেষ্টা করব আমরা।

তীব্র গতিতে লিখতে লাগল রিপোর্টার, এত ছোট একটা বাক্য মনে থাকবে না তার তা নয়। তবুও নোট দেওয়াই সব থেকে ভাল।"

বিদ্রোহী বুড়ো কিন্তু প্রতিরোধে অনড়। অবশেষে কাজ শুরু করার জন্য বুড়োকে পাঁজাকোলা করে বার করে আনা হল। একজন পুলিশ দু'হাতে দুটো মুরগি নিয়ে বেরিয়ে এল।

"ওদিকে বার্নি কোলহার সঙ্গে সঙ্গে পটাপট ছবি তুলে ফেলল। ভাল ছবি হবে। মনে মনে চিন্তা করল বার্নি।

মেয়ো রোডের সাধকের শেষ বন্ধু। ক্যাপশনটাও দুর্ধর্ষ।

ঘণ্টা কয়েক পরে কোলহারকে হ্যানলি জিজ্ঞাসা করলেন, ছবি টবি তুললেন?

বার্নি বলল, "তুলেছি কয়েকটা। মুরগির ছবিটা ভাল হয়েছে। চিমনির ওপরের অংশটা ভাঙা পড়ার ছবিটাও তুলেছি। তারপর বুড়োকে কম্বলে জড়িয়ে বের করে আনার ছবিটা। ক্যাপশনও দেব, একটি যুগের অবসান।

৬.২.৭ সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সম্পাদনা

খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য যাবতীয় খবর প্রধানত দুটি সূত্র থেকে আসে। একটি সূত্র হল সেই কাগজের রিপোর্টারবৃন্দ। অপর সূত্রটি হল সংবাদ সরবরাহ সংস্থা।

আমাদের দেশের প্রধান দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হল Press Trust of India (PTI) এবং United News of India (UNI)। এই দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা তাদের গ্রাহকদের কাছে দেশের নানা রকম খবর পৌঁছে দেয়। তাদের মাধ্যমে আমরা বিদেশের খবরও পেয়ে থাকি। সেই সব খবর তারা রয়টার্স, এ এফ পি, এ পি প্রভৃতি বিদেশি সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে চুক্তির ভিত্তিতে সংগ্রহ করে গ্রাহকদের কাছে পাঠায়।

তাদের খবরের ভাষা সাধারণত ইংরেজি। তারা আগে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে সরাসরি খবর পৌঁছে দিত। এখন টেলিপ্রিন্টারের জায়গা নিয়েছে কম্পিউটার মনিটার।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলি নির্বাচিত খবর কেটে ছেঁটে প্রয়োজনীয় রূপ দিয়ে সম্পাদনা করে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার সরবরাহ করা নির্বাচিত খবরের নির্বাচিত অংশ প্রকাশনার নিজস্ব ভাষায় তরজমা করে নেয়। আনন্দবাজার, বর্তমান, সংবাদ প্রতিদিন, গণশক্তি, আজকাল, কালান্তর, খবরের কাগজ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাই তারা পিটিআই এবং ইউএনআই থেকে পাওয়া খবর বাংলায় তরজমা করে ব্যবহার করে। The Telegraph, The Statesman, The Times of India, The Hindustan Times প্রভৃতি ইংরেজি কাগজ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তারা সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর ব্যবহার করার জন্য সরাসরি সম্পাদনা করে নেয়।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলিতে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রেরিত নির্বাচিত খবরগুলি

ইংরেজি থেকে বাংলায় তরজমা করে থাকেন সাব-এডিটররা। কোন খবর কোন সাব-এডিটর তরজমা এবং সম্পাদনা করবেন তা ঠিক করে দেন তখনকার পালার চিফ সাব।

তরজমা করার জন্য প্রতিটি শব্দের বঙ্গানুবাদ করা দরকার হয় না। মূল খবরটি পড়ে সাব-এডিটর সংবাদের মূল অংশটি বুঝে নেন। তারপর তথ্যাদি বজায় রেখে খবরটি সরল বাংলায় লিখে ফেলেন। তাতেই কাজ চলে যায়।

তা ছাড়া, চিফ সাব সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সাব-এডিটারদের হাতে তুলে দেবার সময় খবরের পরিমাপ, শিরোনামের সম্ভাব্য মাপ বলে দেন। দরকারে খবরের প্রয়োজনীয় অংশগুলি চিহ্নিত কর দেন। তাতে সাব-এডিটর তাড়াতাড়ি কাজ সারতে সক্ষম হন। চিফ সাবকেও হয়রান হতে হয় না। কাজ চলে মসৃণ ছন্দে।

আফগানিস্তানে তালিবানি জমানার অবসান হয়েছে ২০০২ সালের গোড়ায়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীর গুপ্ত ঘাতকরা সে দেশে সক্রিয় রয়েছে। তার প্রমাণও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

জুলাই মাসে এই রকম এক গুপ্ত হামলায় আফগানিস্তানের এক জন উচ্চপদস্থ শাসনকর্তা নিহত হন। এই ঘটনার বিবরণ একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা যে ভাবে পাঠিয়েছিল তা নীচে উদ্ধৃত করা হল—

Afghan Vice President Qadir Gunned Down

KABUL (ABC) – Haji Abdul Qadir, one of Afghanistan's three vice presidents, was assassinated outside his office in the center of Kabul on Saturday, Interior Minister Taj Mohammad Wardak said.

Qadir, a Pashtun from the Northern Alliance who was also public works minister and governor of Jalalabad, was shot by two gunmen as the drove into his office compound, Kabul police chief Basir Salangi told reporters.

Some 36 rounds were fired, smashing the car windshield and riddling the side with holes. Blood could be seen in the car and on the ground.

A veteran warlord from eastern Afghanistan, Qadir played a leading role in the downfall of the Taliban last year.

His brother, Mujahideen commander Abdul Haq, was himself executed by the Taliban shortly after the United States launched air strikes on Afghanistan last year.

"He was one of the few Pashtuns in the Northern Alliance, so it could have been a kind of Taliban hit, because he is considered a betrayer of the Taliban," one Afghan expert said.

The Taliban were Pashtuns, Afghanistan's biggest ethnic group, while the Northern Alliance was dominated by Tajiks.

Qadir's driver was also killed in the shooting. Two passengers were wounded, witnesses said.

Salangi said 10 guards, who had been appointed by Qadir's predecessors at the public works ministry, Abdul Khaliq Fazal, had been arrested.

Officers from the International Security Assistance Force (ISAF), in Kabul to help keep the peace, said they were investigating. The assassination illustrates the problems facing President Hamid Karzai just weeks after a Loya Jirga, or Grand Assembly, of Afghan leaders approved a new cabinet to lead the country out of 23 years of war and prepare for elections in 18 months time.

The assembly faced the tough task of finding a government acceptable to the Pashtun majority, the Northern Alliance which had a strong hand on the ground, and the various warlords who dominate swathes of the country.

Earlier this year, Tourism Minister Dr. Abdul Rehman was killed at the airport under circumstances which have never been made clear.

এই খবরটি সম্পাদনা করার পর যে রকম দাঁড়াবে—

আফগানিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি কাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত

"কাবুল, ৬ জুলাই : আফগানিস্তানের এক উপরাষ্ট্রপতি হাজি আবদুল কাদির আজ কাবুলের কেন্দ্রস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তাঁর অফিসের কাছে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। তিনি দেশের তিনজন উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে অন্যতম। কাদিরের হত্যাকাণ্ডের খবর জানিয়েছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাজ মহম্মদ ওয়ারদাক।

নিহত নেতা পাশতুন উপজাতি গোষ্ঠীর লোক। তিনি জোট সরকারের উত্তরের জোটের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দেশের পূর্তমন্ত্রী এবং জালালাবাদের শাসনকর্তার পদেও ছিলেন। কাবুলের পুলিশ প্রধান বসির সালাঙ্গি সাংবাদিকদের বলেছেন, হাজি গাড়ি করে দফতর প্রাঙ্গণে ঢোকার সময়ে তাঁকে দু'জন বন্দুকধারী গুলি করে।

৩৬ রাউন্ড গুলিতে গাড়ির কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় এবং গাড়ির গায়ে গর্ত হয়ে যায়। গাড়িতে এবং মাটিতে রক্ত দেখা যায়।

কাদির আফগানিস্তানের পূর্ব অঞ্চলের একজন পোড় খাওয়া লড়াকু সর্দার। গত বছর তালিবানি জমানার পতন ঘটাতে তিনি বেশ বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আমেরিকা গত বছর আফগানিস্তানে বিমান আক্রমণ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ভাই মুজাহিদিন নেতা আবদুল হককে তালিবানি ঘাতকরা হত্যা করে।

গুলিবিদ্ধ হয়ে কাদিরের গাড়ির চালকেরও মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দু'জন যাত্রীরও মৃত্যু হয়েছে।

এই বছরের গোড়ার দিকে পর্যটন-মন্ত্রী ড. আবদুল রেমোন বিমানবন্দরের কাছে নিহত হন। কি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।"

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রেরিত খবরটির বাক্যগুলি কত ছোট ছোট। অনুচ্ছেদগুলিও সেই রকম। তা ছাড়া পুরো খবরটিতে ছাঁকা তথ্যের ঠাসবুননি। একটিও অপ্রয়োজনীয় কথায় খবরটি অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত নয়। খবরটি পড়লেই বোঝা যায় একজন পেশাদার পাকা রিপোর্টার কেমনভাবে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার জন্য কাজ করেন।

সংবাদ সরবরাহ সংস্থা ঝড়ের গতিতে তার গ্রাহকদের কম্পিউটার মনিটরে দেশ বিদেশের খবর পৌঁছে দেয়। অপ্রত্যাশিত ঘটনার খবর পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সংবাদ সংস্থা তা গ্রাহককে জানিয়ে দেয়।

দিনের প্রত্যাশিত প্রধান প্রধান কয়েকটি খবরের বিষয়েও সংস্থা তার গ্রাহকদের জানায়। বার্তা বিভাগও হাতে যথেষ্ট সময় থাকতে ওই সব খবর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তা জানিয়ে যে সব বার্তা গ্রাহকদের কাছে আসে তার একটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হল—

PRI NAT GEN
NEWDEL DEL 11
NEWS SCHEDULE
PTI NEWS SCHEDULE FOR
THURSDAY, OCTOBER 17
DOMESTIC

NEW DELHI	:	RURAL DEVELOPMENT MINISTER SHANTA KUMAR TO INAUGURATE NATIONAL WORKSHOP ON RURAL HOUSING
CHENNAI	:	UNION LABOUR MINISTER SAHIB SINGH VERMA TO ATTEND EMPLOYMENT FEDERATION OF SOUTH INDIA MEETING
BANGALORE	:	AICC PRESIDENT SONIA GANDHI'S ENGAGEMENTS STORIES ON KIDNAPPING OF FORMER KARNATAKA MINISTER H. NAGAPPA

FOREIGN

UNDATED	:	WEST ASIA SITUATION

SPORTS

HYDRABAD : WORLD CUP CHESS

CHENNAI : SECOND CRICKET TEST MATCH BETWEEN INDIA AND WEST INDIES

PTI APS

10171056 K

(সৌজন্য : পিটিআই)

আপনি দেখবেন এই বার্তার অনেক কিছুই আপনাদের কাছে দুর্বোধ্য। যারা সাংবাদিকতা শিখছেন তাঁদের পক্ষে এটা লজ্জার নয়, বরং স্বাভাবিক। আমি ব্যাপারটি আপনাদের বুঝিয়ে দিই।

দেখুন, প্রথম লাইনে লেখা আছে PRI NAT GEN। এই তিনটি সাংকেতিক শব্দ আসলে তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্তি রূপ। শব্দ তিনটি হল— Priority National General। এই শব্দ তিনটির মধ্যে দিয়ে সংস্থার বার্তা বিভাগ ট্রান্সমিশন বিভাগকে নির্দেশ দিচ্ছে। বার্তাটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে পরিবেশন করতে হবে। গ্রাহকেরা বুঝবেন খবরটির বিষয়বস্তু সাধারণ।

দ্বিতীয় লাইনের NEWDEL আসলে New Delhi। Del 11 মানে ওই তারিখে সংস্থার দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ১১ নম্বর ফাইলের খবর। বার্তার বাকি বিষয়গুলি নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু শেষ লাইনের 10171056 সংখ্যাগুলি নিশ্চিতভাবে দুর্বোধ্য। ব্যাপারটি কিন্তু খুবই সরল। খবরটি পাঠাবার তারিখ ও সময় ওই সংখ্যাগুলির মধ্যে দিয়ে জানানো হয়েছে। প্রথম মাস, বৎসরের দশম (10) মাস অর্থাৎ অক্টোবর। তারপর তারিখ ১৭ (17) অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর। সময় ১০৫৬ অর্থাৎ সকাল ১০টা বেজে ৫৬ মিনিট।

প্রত্যেকটি খবরের আলাদা আলাদা ফাইল নম্বর থাকে। Del 11 নম্বর মানে ১৭ অক্টোবর সকাল ১০টা ৫৬ মিনিটে পাঠানো দিল্লি অফিসের ১১ নম্বর ফাইলের খবর। তার আগে হয়ত চেন্নাই, মুম্বাই, ইটানগর বা লন্ডন ফাইলের খবর ছিল। তারও আগে ছিল Del 10।

আবার Del 11 ফাইলের খবরের পর বাঙ্গালোর, তিরুবনন্তপুরম, ভুবনেশ্বর, ওয়াশিংটন ফাইলের খবরের পর এল Del 12 নম্বর ফাইলের খবর।

প্রতিটি খবরের আলাদা ফাইল নম্বর থাকায় খবরের কাগজের নিউজ ডেস্কের কোন খবর সম্পর্কে সংবাদ সংস্থার কাছে কিছু জানতে হলে ফাইল নম্বরটি আগে বলতে হয়। তাতে সংবাদ সংস্থা প্রাসঙ্গিক খবরটি চট করে খুঁজে পায়।

ধরুন Del 11 নম্বর ফাইলের খবরের কয়েকটি লাইন বিকৃতভাবে এসেছে। ফলে বার্তাটির মর্ম বোঝা যাচ্ছে না। তখন সংবাদ সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ফোন করে নিউজ ডেস্ক Del 11 বললে খবরের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বিকৃতভাবে এসেছে। ওটা ঠিক করে দিন। সংবাদ সংস্থা তখন যা করা সম্ভব তা করবে।

সংবাদ সংস্থা দিনের মধ্যে কয়েকবার বড় বড় খবরের চুম্বক গ্রাহকদের জানিয়ে দেয়। তা দেখে নিউজ ডেস্ক খবর বাছাইয়ের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে। এই রকম একটি বার্তার নমুনা নীচে দেওয়া হল—

NEWDEL DEL 36
1400 hours news advisory
1400 hours news advisory
1400 hours pti newsfile

Here are highlights of pti newsfile at 1400 hours :

Nation :

Shrinagar	:	Jammu and Kashmir Governor Girish C. Saxena said there was no deadline now on the formation of Government in the state and asked the political parties to come with credible claim. (Lead moved under Del 19)

Foreign :

United nations	:	Faced with global opposition to explicit authorisation of use of military force against Baghdad. The US has agree to modify its resolution before the UN Security Council in this regard. (Second Lead moved under FGN 12).
Islamabad	:	Terming as baseless report that Palestine supplied nuclear weapons technology and equipment to North Korea, president Parvez Musharaf has said Islamabad firmly stood by its commitment to non-proliferation. (FGN 14).

Sports

Chennai	:	relaying to west Indies first innings score of 167, India were all out for 316 on the third day of the second cricket test here. (Del 24).

PTI VS APS
10191545

(সৌজন্য : পিটিআই)

খবরের চুম্বকের ফাইল নম্বর প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া আছে। নিউজ ডেস্ক চুম্বকে উল্লেখ করা কোন খবর দেখতে চাইলে ওই ফাইল নম্বর খুলে তা চট করে দেখতে পারেন। ফাইল নম্বরে FGN বলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি FOREIGN শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

বেলা দু'টোয় (1400 hours) প্রথমবার চুম্বর দেবার চার ঘণ্টা পরে সন্ধ্যা ছ'টায় (1800 hours) পিটিআই (PTI) আর এক দফা চুম্বক প্রচার করে থাকে।

একটা সময় ছিল যখন দূরের খবর ভিডিয়ো টেলিফোনে, স্যাটেলাইট ফোন, আই এস ডি, কম্পিউটার, টেলিফ্যাক্স তো দূরের কথা টেলিপ্রিন্টারেও আসত না। তখন দূরের খবর আসত তারে (Telegram)। খরচ সাশ্রয়ের জন্য কাগজের বা সংবাদ সংস্থার রিপোর্টাররা সব কথা গোটা গোটা বাক্যে লিখতেন না। লিখতেন সংক্ষেপে, কাটা কাটা বাক্যে।

নিউজ ডেস্কের দক্ষ সাব- এডিটররা সেই তারের কাঠামোয় খড় মাটি রঙ দিয়ে খবরের প্রতিমা নির্মাণ করতেন। এই কাজ কেমন করে করা হত তার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় আর্থার কোনান ডয়েলের একটি ছোট গল্পে। গল্পটির নাম, তিন সাংবাদিকের গল্প।

গল্পের পটভূমি মিশরের মরুভূমি। সাহারা মরুর বুক চিরে যাওয়া একটি পুরানো রেল লাইন মেরামত করতে চায় মিশরিরা। তাদের পক্ষে ইংরেজ, বিপক্ষে আরবিরা। তারা রেললাইন মেরামতে বাধা দিতে চায়। এই নিয়ে আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই চলছে মিশরিয় ও ইংরেজদের। সেই যুদ্ধের খবর সংগ্রহ করতে চলেছেন ছ'জন ব্রিটিশ রিপোর্টার।

রয়টার্সের রিপোর্টার ফ্রন্টের দিকে ৩০ মাইল এগিয়ে গেছেন। তাঁর ২০ মাইল পিছনে উটের পিঠে চড়ে আসছেন ইনটেলিজেন্সের রিপোর্টার মার্টিসার এবং কুরিয়ারের রিপোর্টার স্কট। দু'জনেই ঝানু সাংবাদিক। তাঁদের সঙ্গী গেজেটের রিপোর্টার আনারলি। তিনি তুলনামূলকভাবে এই পেশায় নবাগত।

কাহিনীর মাঝখানে তিন রিপোর্টার ফ্রন্টের পথে এক মরুদ্যানে কুলি, লটবহর, উট ও খচ্চরসহ আশ্রয় নিয়েছেন। স্কট তিনজনের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করছেন। মার্টিসার হাঁটুর ওপর নোটবুক রেখে রেল ইঞ্জিনিয়ার মেরি ওয়েদার যা বলে গেলে সে সব কথা মনে করে লিখে ফেলছিলেন।

তৃষ্ণার্ত মেরি ওয়েদার তাঁদের কাছ থেকে জল চাইলেন। জল পান করে তিনি বললেন, ঠিক আছে, এবার চলি।

সাংবাদিকসুলভ কৌতূহলে মার্টিসার অনিবার্যভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন খবর

—রেলওয়ের কাজে গোলমাল হচ্ছে। জেনারেলের সঙ্গে এখনই দেখা করতে হবে আমাকে।

এই কটি কথা ছুঁড়ে দিয়ে ব্যতিব্যস্ত ইঞ্জিনিয়ারসাহেব উটের পিঠে সওয়ার হয়ে ধাবিত হলেন ফ্রন্টের দিকে। তিনি বিদায় নেবার পর মার্টিসার বললেন, আমি ভাবছি এই মাত্র যা শুনলাম তা টেলিগ্রাম করে দেব।

—কিন্তু মাত্র ওই ক'টি কথার মধ্যে এমন কী খবর আছে যা টেলিগ্রাম করা জরুরী?

নবাগত সাথীর সরল প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন মার্টিসার। তার পর বললেন, এই কাজে একের অন্যকে খবর দেওয়াটা রীতি নয়। তবে যেহেতু তুমি একদম নতুন তাই তোমাকে আমার টেলিগ্রাম পড়ে শোনাচ্ছি। এই বলে মার্টিসার পড়লেন, মেরি ওয়েদারের কাজে বাধা STOP জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে STOP অসুবিধার বিষয়গুলি জানাবেন STOP গুজব দরবেশের দল আশেপাশে STOP EOM।

আনারলি বললেন, এতো খুব সংক্ষিপ্ত তার।

—সংক্ষিপ্ত, বলো কী! আমার ইচ্ছা তারটা আরও ছোট করে দেওয়া, যেমন ধরো "দেখা করতে যাচ্ছে", "বিষয়গুলি" এবং "গুজব" এই তিনটি শব্দ কেটে বাদ দেওয়া। তা সত্ত্বেও এর মর্ম উদ্ধার করে দশ লাইনের খবর লিখতে ডেস্কের কোন অসুবিধাই হবে না।

—কি করে?

—ঠি আছে আমিই লিখে দেখাচ্ছি তোমাকে :

হাসান ইমাম মরুদ্যান (মিশর) থেকে বিশেষ সংবাদদাতা টমাস মার্টিসার : সারাস থেকে ফ্রন্ট পর্যন্ত রেললাইন মেরামতের কাজ পরিচালনা করছেন প্রখ্যাত রেল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ চার্লস এইচ মেরি ওয়েদার। তিনি কাজ চালাতে গিয়ে দারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে এ রকম অসুবিধা খুবই সমস্যার বিষয়। তাই তিনি জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে অসুবিধার বিষয়গুলি নিয়ে মুখোমুখি আলোচনার জন্য ফ্রন্টে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফ্রন্ট এখান থেকে ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। কাজটা কী করে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করা যায় সেটাই তাঁর চিন্তা।

তাঁকে কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা নিরাপত্তার কারণে তিনি গোপন রেখেছেন। ফ্রন্টলাইন এখন পর্যন্ত শান্ত। তবে আরব দরবেশের দলকে আশেপাশে ঘুরতে দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন।

তারের বয়ান পড়া শেষ করে মাটিসার জানতে চাইলেন, কেমন হল খবরটা?

আনারলি স্তম্ভিত।

● ২০০১ সালের শেষে আফগানিস্তানে তালিবান বিরোধী যুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে সেই রিপোর্টাররা আছেন, আছে প্রচুর লটবহর, ট্রাক টয়োটার সঙ্গে উটও। নেই শুধু তারে সংক্ষেপে কাটা কাটা শব্দে খবর পাঠাবার ব্যস্ততা।

তার বদলে সংবাদ সংস্থা এখন শিরোনাম সমেত সুসম্পাদিত খবর সরবরাহ করে তার গ্রাহকদের তার কিছু দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হয়েছে। এখানে আর একটি ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ সংস্থার খবর পাঠাবার কৌশল দেখান হচ্ছে।

ঘটনাস্থল রাশিয়ার রাজধানী মস্কো। তারিখ ২৩ অক্টোবর ২০০২। ভারতীয় মান সময় রাত সাড়ে দশটা, রাশিয়ার মান সময় রাত সাড়ে ন'টা।

মস্কোর একটি দর্শকপূর্ণ রঙ্গমঞ্চে কয়েকজন সশস্ত্র লোক ঢুকে পড়ে সাবমেশিনগান থেকে গুলি চালাতে চালাতে হলটি দখল করে নেয়।

রাত ১২টা বেজে ১৫ মিনিটে কলকাতার গণমাধ্যমগুলির দফতরে পিটিআইয়ের কম্পিউটারে ওই ঘটনার প্রথম খবরটি এসে যায়।

ভালো করে লক্ষ্য করবেন, খবরটি কত নিটোল এবং সুসম্পাদিত। শিরোনামশুদ্ধ খবরটি কাগজের ডাক সংস্করণে ধরিয়ে দেবার মত করে তৈরি। তাতে ইংরেজি কাগজের নিউজ ডেস্কের বিশেষ কিছু করার নেই।

১ নং খবর

URG GEN INT
MOSCOW FGN 51
RUSSIA THEATRE
GUNMEN OPEN FIRE IN MOSCOW THEATRE, HOLD AUDIENCE HOSTAGE
MOSCOW, OCT 23 (AFP) ABOUT 20 GUNMEN FIRED IN THE AIR IN A MOSCOW THEATRE TODAY AND WERE HOLDING THE AUDIENCE HOSTAGE, RUSSIA'S FSB SECURITY TOLD AFP
10240025

(সৌজন্য : পিটিআই)

এক্ষেত্রে URG কথাটি URGENT শব্দের, GEN কথাটি GENERAL শব্দের এবং INT কথাটি INTERNATIONAL কথার সংক্ষিপ্ত রূপ।

RUSSIA – THEATRE শব্দ দুটি খবরের তকমা (Slag)। পিটিআইয়ের সঙ্গে বিনিময় চুক্তি থাকায় AFP প্রেরিত খবরটি পিটিআইয়ের।

তার ঠিক ১৪ মিনিটের মাথায় এল পিটিআইয়ের নিজস্ব সংবাদদাতার খবর—

২ নং খবর

URG GEN INT
MOSCOW FGN 52
RUSSIA – LD THEATRE
ABOUT 700 PEOPLE TAKEN HOSTAGE
IN MOSCOW THEATRE : ITAR-TASS
MOSCOW, OCT 23 (PTI) ABOUT 700 PEOPLE WERE TAKEN HOSTAGE BY OVER 10 ARMED MEN IN A THEATRE IN SOUTHERN MOSCOW TONIGHT, STATE-RUN ITAR-TASS AGENCY REPORTED.
QUOTING AUTHORITIES.
THE GUNMEN, ARMED WITH SUB-MACHINE GUNS CAME IN FOREIGNMADE CARS, ENTERED THE PALACE OF CULTURE BUILDING, BLOCKED THE ENTRANCE AND TOOK ABOUT 700 PEOPLE HOSTAGE AT AROUND 2230 IST, ITAR-TASS QUOTED LAW-ENFORCEMENT SOURCES AS SAYING.
THE ARMED MEN, DESCRIBED BY THE AGENCY AS LOOKING LIKE ETHNIC RESIDENTS OF THE CAUCASUS FIRED SEVERAL ROUNDS IN THE AIR.
ANTI-RIOT POLICE UNITS HAVE BEEN DESPATCHED TO THE SCENE.

NO CASUALTIES HAVE BEEN REPORTED SO FAR AND THE GUNMEN ARE YET TO MAKE ANY DEMANDS, THE AGENCY SAID.

THE PALACE OF CULTURE WAS SHOWING A MUSICAL "NORDT-OST" IT SAID.

10240039

(সৌজন্য : পিটিআই)

পিটিআইয়ের দিল্লি অফিসের নিউজ ডেস্ক খবরটি সম্পাদনা করার সময় দেখল কিছু নতুন তথ্য আছে। তাই তারা তকমা পাল্টে করে দিল RUSSIA-LD THEATRE। এক্ষেত্রে LD হল মুখবন্ধ বা Lead শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

৩ নং খবর

URG GEN INT
DELHI FGN 57
RUSSIA–2ND LD THEATRE
ISLAMIC TERRORISTS TAKE UPTO 1000 HOSTAGE IN MOSCOW THEATRE
VINAY SHUKLA
MOSCOW, OCT 23 (PTI) ABOUT 20 ALLEGED CHECHEN ISLAMIC TERRORISTS HAVE TAKEN UPTO 1000 PEOPLE HOSTAGE TONIGHT IN A MOSCOW THEATRE STATING A POPULAR MUSICAL, RUSSIAN TV CHANNELS REPORTED
10240125

(সৌজন্য : পিটিআই)

৩ নম্বর খবরে আরও নতুন তথ্য ছিল। তাই মুখবন্ধ বদল করে নতুন তকমা হয়েছিল RUSSIA-2nd LD THEATRE। এবার খবরটি পিটিআইয়ের বিশেষ সংবাদদাতা বিনয় শুক্লার নামাঙ্কিত।

পরের খবর আসে রাত ২ বেজে ৫৭ মিনিটে—

৪ নং খবর

PRI GEN INT
RUSSIA-THEATRE-FREE
150 HOSTAGES FREED IN MOSCOW BY CHECHEN GUNMEN : POLICE
MOSCOW, OCT 24 (AFP) CHECHEN GUNMEN HOLDING SEVERAL HUNDRED PEOPLE HOSTAGE IN A MOSCOW THEATRE HAVE RELEASED SOME 150 PEOPLE, INCLUDING CHILDREN AND FOREIGNERS, POLICE SAID EARLY TODAY.
10240257

(সৌজন্য : পিটিআই)

৪ নম্বর খবরে একই ঘটনার সম্পূর্ণ নতুন মোড়। তাই এবারও তকমা নতুন RUSSIA-THEATRE-FREE।

৫ নং খবরে আর একটা নতুন মোড়। সেটি হল, দখলদারদের পরিচয়। অতএব ফের নতুন তকমা RUSSIA-THEATRE-CHECHNYA।

৫ নং খবর

URG GEN INT
RUSSIA–THEATRE-CHECHNYA
CHECHAN REBELS CLAIM HOSTAGE-TAKING IN MOSCOW
MOSCOW, OCT 24 (PTI) CHECHEN REBELS HAVE CLAIMED THE RESPONSIBILITY FOR THE SEIZURE OF SEVERAL HUNDRED HOSTAGES IN MOSCOW THEATRE THROUGH THEIR WEBSITE.
10240327

(সৌজন্য : পিটিআই)

৬ নম্বর খবরে মুক্তিপ্রাপ্ত পণবন্দিদের সংখ্যা কিছু বাড়ল। তাই ফের তকমা বদল হল। এবার তকমা RUSSIA-3rd LD THEATRE।

৬ নং খবর

PRI GEN INT
MOWCOW FGN 15
RUSSIA–2RD LD THEATRE
GUNMEN RELEASE 180 HOSTAGES, DEMAND MONEY, TROOP WITHDRAWAL
VINAY SHUKLA
MOSCOW, OCT 24 (PTI) OVER 40 HEAVILY ARMED CHECHEN REBELS HOLDING 500-800 PEOPLE HOSTAGE INSIDE THE SOVIET-ERA PALACE, OF CULTURE TURNED INTO THE VENUE FOR RUSSIA'S FIRST MULTI-MILLION DOLLAR MUSICAL, HAVE SOUGHT A LARGE SUM IN ADDITION TO THE DEMAND FOR THE COMPLETE PULL OUT OF RUSSIAN TROOPS FROM CHECHNYA.
10241000

(সৌজন্য : পিটিআই)

৭ নম্বর খবর দিল AFP (এজেন্সি ফ্রান্স প্রেস)। এই খবর এক পুলিশের মৃত্যুর। তাই তকমা RUSSIA-THEATRE-POLICE।

৭ নং খবর

PRI GEN INT
MOSCOW FGN 17
RUSSIA–THEATRE-POLICE
RUSSIAN POLICEMAN KILLED AT HOSTAE SCENE : CHECHEN REBELS.
MOSCOW, OCT 24 (AFP) A RUSSIAN

POLICEMAN WAS SHOT DEAD EARLY TODAY BY CHECHEN REBELS HOLDING SOME 1000 HOSTAGES IN A MOSCOW THEATRE, THE CHECHEN SEPARATIST INTERNET WEBSITE KAVKAZ.ORG SAID. 10241021

(সৌজন্য : পিটিআই)

এই সংবাদপ্রবাহ বিশ্লেষণ করলে আপনি দেখবেন, সংবাদ সংস্থা যখন যতটুকু খবর পায় তখন দেরি না করে তা পাঠিয়ে দেয়। তার প্রত্যেকটি খবর হয়ত সব সময়ে খবরের কাগজে কাজে লাগে না কিন্তু টেলিভিশনের নানা নিউজ চ্যানেল এবং রেডিয়ো স্টেশন ওই সব খবর তাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবরে ব্যবহার করে। প্রথম দিকে খবরের নির্ভরযোগ্য বিবরণ হয়ত থাকে না। কিন্তু তার জন্য সংবাদ সংস্থা অপেক্ষা করতে পারে না।

তাই এএফপি (AFP) এক নম্বর খবরে বন্দুকধারীর সংখ্যা ২০ জন বলে উল্লেখ করল। পরে তা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করুন, এ এফ পি'র খবরের সূত্র ছিল রাশিয়ার FSB (ফেডেরাল সিকিউরিটি ব্যুরো)। সুতরাং ভুলের প্রাথমিক দায়িত্ব এ এফ পি'র হলেও মূল দায়িত্ব ছিল ব্যুরোর। এই খবরে বন্দিদের সংখ্যা, বন্দুকধারীদের উদ্দেশ্য ও তাদের পরিচয় সম্পর্কে কোন তথ্য ছিল না। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে সে সব বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সে সব বিষয়ে কিছুটা পাওয়া গেল ২ নম্বর খবরে। সরকারি সংবাদ সংস্থা ইতার—তাসকে উদ্ধৃত করে পিটিআই খবর দিল, পণবন্দির সংখ্যা ৭০০ জন। কিন্তু বন্দুকধারীর সংখ্যা বলা হল ১০ জন। এই পার্থক্যের কারণ তখন সর্বস্তরে প্রচণ্ড বিভ্রান্ত চলছিল। থিয়েটার হলে হামলাকারীদের ঢোকার সময় AFP, PTI বা FSB জঙ্গিদের মাথা গুণতে পারেনি। সেটাও এই বিভ্রান্তির একটা কারণ। ডামাডোলের সময় এরকম ব্যাপার ঘটে থাকে।

পিটিআইয়ের এই খবরে কিন্তু জঙ্গিদের পরিচয় সম্পর্কে আভাস দেওয়া হল। বলা হল, তাদের ককেশাস অঞ্চলের অধিবাসীদের মত দেখতে। আর বলা হল, জঙ্গিরা তাদের এই কাজের মতলব তখনও পর্যন্ত জানায়নি।

৩ নং খবরে অসর্থিত তথ্যের ভিত্তিতে পিটিআই বলল, হামলাকারীরা চেচনিয়ার মুসলমান সন্ত্রাসবাদী। নাট্যশালা দখলের সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে দখলদাররা তাদের ওয়েবসাইটের (Website) মাধ্যমে জানিয়ে দিল, তারা চেচনিয়ার অধিবাসী। তাদের দাবি, রাশিয়া চেচনিয়া থেকে হাত গোটাক। চেচনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ থামিয়ে সেনাদের সে দেশের সীমানার বাইরে ফিরিয়ে নিক মস্কো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সময় থেকে চেচনিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সশস্ত্র সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল। চেচনিয়ার স্বাধীনতার দাবি ছিল সেই সংঘাতের মূলে। সংঘাত শীঘ্র যুদ্ধে পরিণত হয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট তখন বরিস ইয়েলৎসিন। তাঁর নির্দেশে ১৯৯৪ সালের ১১ ডিসেম্বর রুশ ফৌজ কামানে বিমানে লড়াই শুরু করে দেয় বিদ্রোহী চেচেনদের বিরুদ্ধে।

প্রচুর রক্তক্ষয় এবং প্রাণহানির পর চেচনিয়ার রাজধানী গ্রজনি এবং সমতলভূমির অধিকাংশ জায়গা রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে আসে। চেচেন বিদ্রোহীরা ঘাঁটি গাড়ে পাহাড়ে। সেখান নতুন করে শক্তি সংগ্রহ ও সংহত করে বিদ্রোহীরা ১৯৯৬ সালে ফের রুশ ফৌজের বিরুদ্ধে বড় রকম প্রতি-আক্রমণ শুরু করে। এর চাপে বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসে মস্কো। রুশ ফৌজ চেচনিয়া থেকে সরে আসে। ঠিক হয় চেচনিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে পরে উভয়পক্ষে আলোচনা হবে। কিন্তু সে আলোচনা আর কোন দিন হয়নি।

ইতিমধ্যে চেচনিয়ায় শুরু হয় ক্ষমতার লড়াই, হানাহানি, অরাজকতা। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কো এবং রাশিয়ার অন্যান্য শহরে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে ৩০০ শতাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এইসব নাশকতার জন্য চেচেন বিদ্রোহীদের দায়ী করে ক্রেমলিন। প্রধানমন্ত্রী ভ্লাডিমির পুটিন তাই পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চেচনিয়ায় ফের ফৌজি অভিযান শুরু করে দেন। পরের বছরের এপ্রিল মাসে পুটিন ঘোষণা করেন, চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সশস্ত্র মোকাবিলার পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। ততদিনে রুশ ফৌজ চেচনিয়ার পাহাড়ি এলাকা বাদে আর সব অঞ্চলে ফের তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে ফেলেছিল। বিদ্রোহীদের ফের পালায় পাহাড়ের দুর্গম ঘাঁটিতে। তার আড়াই বছর বাদে মস্কোর নাট্যশালায় সংগঠিত হয়েছিল চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের এই দুঃসাহসিক অমানবিক ও মূঢ় হামলা। তার খেসারতও তাদের দিতে হয়েছিল জীবন দিয়ে।

● বুধবার ২৩ অক্টোবর ২০০২, ভারতীয় মান সময় রাত সাড়ে দশটায় যে দুনিয়া কাঁপানো বিস্ফোরক নাটকের শুরু হয়েছিল তাতে যবনিকা পড়ল শনিবার ২৬ অক্টোবর ভারতীয় মান সময় সকাল সাতটায়। শীতার্ত মস্কো শহরে তখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জবুথবু। কিছুক্ষণ আগে দু'জন নিরপরাধ নির্দোষ পণবন্দিকে হত্যা করেছে চেচেন ঘাতকরা। তাই ক্রেমলিন সিদ্ধান্ত করল, আর দেরি নয়। এবার প্রত্যাঘাত।

সংঘাত পাওয়া মাত্র রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর বিশেষ তালিম পাওয়া কমাণ্ডোরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নাট্যশালার অবরুদ্ধ দুর্গকে মুক্ত করতে। ক্রেমলিনের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে সকাল ছ'টার ঘণ্টা বাজছে। অভিযান ও জয়ের খবর বিশ্ববাসীর কাছে আসতে আরম্ভ করল সকাল ন'টার কিছুক্ষণ পর থেকে। প্রথম খবর এল এ এফ পি'র কাছ থেকে—

URG INT GEN
MOSCOW FGN 16
RUSSIA-THEATRE-CHIEF
MOSCOW, OCT 26 (AFP) CHECHEN CHIEF HOSTAGE—TAKER BARAYEV DEAD—RUSSIAN OFFICIAL. AFP 10260909

(সৌজন্য : পিটিআই)

প্রায়ই একই সঙ্গে দ্বিতীয় খবর। এবার তাড়াহুড়োর জন্য খবর এল Dateline ছাড়াই।

URG GEN INT
MOSCOW FGN 19
RUSSIA–THEATRE-FREE
ALL MOSCOW HOSTAGES RELEASED. PTI
10260909

(সৌজন্য : পিটিআই)

দু'মিনিটের মধ্যেই পিটিআইয়ের দ্বিতীয় খবর।

MOWCOW FGN 20
RUSSIA-THEATRE-LD FREE
ALL HOSTAGES RELEASED
MOSCOW, OCT 26 (PTI) ALL 700 HOSTAGES HELD IN MOSCOW THEATRE BY CHECHEN REBELS HAVE BEEN RELEASED IN AN OPERATION BY RUSSIAN SPECIAL SECURITY FORCES. (MORE) PTI.
10260911

(সৌজন্য : পিটিআই)

এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের রিপোর্ট পাঠাবার সময় প্রতিযোগিতার তাগিদে অনেক সময় ভুল বা অসমর্থিত খবরও ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা সামাল দেওয়াও হয়। এক্ষেত্রেও সেই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল।

সকাল ১১টা বেজে ৩১ মিনিটে পিটিআইয়ের কম্পিউটারে এপি'র (Associated Press) খবর—

URG GEN INT
MOSCOW FGN 28
RUSSIA-THEATRE-TOLL
TOLL COULD REACH 130 : MAYOR
MOSCOW, OCT 26 (AP) MOSCOW CITY MAYOR YURI LUZHKOV THAT THE NUMBER OF PEOPLE KILLED DURING THE OPERATION TO FREE THE HOSTAGES AT A

MOSCOW THEATRE COULD REACH 130, THE INTERFAX NEWS AGENCY REPORTED TODAY.

UNFORTUNATELY, THERE ARE VICTIMS 'I ESTIMATE THEM TO BE ABOUT 130 PEOPLE, LUZHKOV TOLD JOURNALISTS, NEAR THE THEATRE, THE AGENCY REPORTED.' AP

10261131

(সৌজন্য : পিটিআই)

ঠিক দু'মিনিটের মাথায় খবরট প্রত্যাহার করা হল—

URG GEN INT

DELHI FGN 29

IMPORTANT ADVISORY

EDITORS PLEASE IGNORE THE STORY ISSUED UNDER FGN 28 SLUGGED 'RUSSIA–THEATRE–TOLL'. THE AGENCY THAT REPORTED THE MAYOR'S COMMENTS HAS WITHDRAWN ITS REPORT. AP.

10261137

(সৌজন্য : পিটিআই)

সে দিন এই বিষয়ে সারাদিন ধরে মাঝে মাঝেই নানারকম খবর আসে। একই খবর মাঝে মাঝে ফের উগরে দেয় পিটিআইয়ের কম্পিউটার। নিউজ ডেস্ককে সতর্ক রাখার জন্যই সংবাদ সংস্থাকে এই ব্যবস্থা করতে হয়।

খবরের কাগজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাপা হয় না। তাহলে, বার বার টুকরো টুকরো করে খবর পাঠিয়ে বা পেয়ে কী লাভ? এর জবাব হচ্ছে, সংবাদ সংস্থার খবর শুধু খবরের কাগজ কেনে না, তার আরও অনেক গ্রাহক। যেমন— টেলিভিশনের বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল, বিভিন্ন রেডিয়ো স্টেশন, বিভিন্ন সরকারি অফিস, বিভিন্ন দূতাবাস আরও কয়েকটি সংস্থা।

টেলিভিশন চ্যানেল বা রেডিয়ো স্টেশনগুলি দিনের মধ্যে অনেকবার খবর সম্প্রচার করে থাকে। তার

জন্য তারা খাদ্য চায়, টাটকা তাজা গরম খবর। সেই বিশেষ দিনে সারা দুনিয়া জানতে চাইছিল, কী ঘটছে মস্কোর সেই নাট্যশালায় ? কেমন আছেন কয়েক শত পণবন্দি ? কী বলছে ক্রেমলিন ? চেচেন সন্ত্রাসবাদীরা কী নির্দোষ নিরস্ত্র নিরপরাধ পণবন্দিদের গুলি করে খুন করতে আরম্ভ করেছে ?

এই রকম উদ্বেগজনক মুহূর্তে মস্কো এফ এন জি ১৬, মস্কো এফ জি এন ১৯ এবং মস্কো এফ এন জি ২০ নম্বর ফাইলে তিনটি নতুন খবর এল। সময় তখন সকাল ৯টা বেজে ৯ মিনিট থেকে ১১ মিনিট। টেলিভিশনে চ্যানেল এবং রেডিয়োর পরবর্তী খবর সম্প্রচারের নির্দিষ্ট সময় সকাল সাড়ে ন'টা। হাতে আর ২১ মিনিট সময়। নিউজ ডেস্কের পক্ষে ফাইল দুটির ভিত্তিতে জোর খবর তৈরি করার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট। কয়েক মিনিটের মধ্যে খবর তরজমা ও সম্পাদনা হয়ে গেল।

ঠিক সকাল সাড়ে নটায় টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ উপস্থাপকের মুখ ভেসে উঠল টেলিভিশনের পর্দায়। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন—

"এখনকার প্রধান খবর হল, মস্কোর থিয়েটার হল জঙ্গিমুক্ত হয়েছে। এবার পুরো খবর, আজ সকালে রাশিয়ার বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে মস্কোর নাট্যশালায় চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বন্দি ৭০০ জন দর্শক মুক্ত হয়েছেন। রুশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অভিযানের সময়ে চেচেন সন্ত্রাসবাদীদের পাণ্ডা বারায়েভ নিহত হয়েছে।"

সান্ধ্য খবরের কাগজগুলিতে এবং টেলিভিশন ও রেডিয়ো স্টেশনগুলি তাদের পরবর্তী বুলেটিনগুলিতে আরও বেশি বেশি খবর সম্প্রচার করতে থাকবে। সঙ্গে থাকবে টাটকা ছবি। প্রভাতী সংস্করণের জন্য খবরের কাগজগুলির নিউজ ডেস্ক এই সংক্রান্ত সব তথ্য গুছিয়ে নিয়ে একটু বেশি সন্ধ্যায় এই খবর পরিবেশনের পরিকল্পনা করবে। তাদের খবরে থাকবে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ।

এই ভাবে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর সম্পাদনা হয় খবরের কাগজ এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে।

৬.২.৮ লেখচিত্র

লেখচিত্রের (Graphics) সাহায্যে খবরের কাগজ তার খবরকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে পারে। শুধু শব্দ সাজিয়ে যে খবর পরিবেশিত হয় তাকে বড় করে চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে লেখচিত্র বা গ্রাফিক্স। বেশ বড় আকারের খবরকে চুম্বকে পরিণত করে লেখচিত্র।

কেউ কেউ মনে করেন ও বলে থাকেন, গ্রাফিক্স খানিকটা শিশুসুলভ ব্যাপার। মোটা লাইন, সরু লাইন, বেঁটে মানুষ, লম্বা মানুষ, টাকার থলি, ট্যাঙ্ক কামান বিমান, কার্টুন, উত্থান-পতনের গ্রাফ ইত্যাদির সাহায্যে লেখচিত্র তৈরি করে খবরের কাগজের পাঠকের মন ভোলানো এবং ছবির বই দিয়ে ছেলে ভোলাবার ব্যবস্থা করার মধ্যে তাঁরা কোন তফাৎ খুঁজে পান না।

আবার অনেকে বলেন, টেলিভিশনের প্রবল চাপের কাছে কাগজের আত্মসমর্পণের একটা দৃষ্টান্ত হল গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে লেখচিত্র জুড়ে দেওয়া।

খবরের কাগজে গুরুত্বপূর্ণ খবরের সঙ্গে লেখচিত্র ব্যবহার করার কারণ যাই হোক না কম্পিউটার যুগের আধুনিক খবরের কাগজ লেখচিত্র ছাড়া অঙ্গহীন বলে গণ্য হয়। তা ছাড়া এ কথা অনস্বীকার্য যে লেখচিত্র কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। ব্যস্ত পাঠকের পক্ষে খবরটি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য তাড়াতাড়ি খুঁজে নেওয়ার পক্ষে লেখচিত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

● খবরের সঙ্গে লেখচিত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা করা হোক না কেন হাই টেক যুগের আধুনিক খবরের কাগজের পাতায় তা পাকাপোক্ত ঠাঁই করে নিয়েছে। কি ধরনের লেখচিত্র খবরের সঙ্গী হচ্ছে তার কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল।

RATE CARD

TAXI

Distance	Existing fare	Proposed fare
First 2 km	Rs. 12.00	Rs. 14.00
Subsequent 200 metres	Rs. 1.20	Rs. 1.30
Waiting charge	Re. 1.00	Re. 1.00
Luggage charge*	75 p	75 p

* For package more than 75 cm × 80 cm and more than 20 kg

BUSES (CMC area)

Distance	Existing fare	Proposed fare
Up to 6 km	Rs. 2.50	Up to 2 km – Rs. 2.00
Up to 16 km	Rs. 3.00	Up to 6 km – Rs. 3.00
Up to 18 km	Rs. 3.50	Up to 18 km – Rs. 4.00
Up to 22 im	Rs. 4.00	Rs. 5.00

MINI BUSES

Distance	Existing fare	Proposed fare
Up to 2 km	Rs. 2.50	Rs. 3.00
Up to 8 km	Rs. 3.00*	Rs. 3.00**

*25p increase for each subsequent stage, **50p or each subsequent stage.

TRAM

Distance	Existing fare	Proposed fare
First class (first stage)	Rs. 1.75	Rs. 2.50
(second stage)	Rs. 2.00	Rs. 3.00

১ নং নমুনা যে খবরের সঙ্গী তার বিষয়বস্তু হল বাস ট্রাম ট্যাক্সির ভাড়া বৃদ্ধি। লেখচিত্রটিতে চোখ বোলালেই পাঠক এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন। তার খোঁজে পুরো খবরের মধ্যে তাঁকে হাবুডুবু খেতে হবে না। তাই এই লেখচিত্র তাঁকে খুশিই করবে। তারপর দরকার বুঝলে এবং হাতে সময় থাকলে তিনি পুরো খবরটি পড়ে নেবেন।

২ নং নমুনার লেখচিত্রটি ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার খবরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। খবরটির বিষয় আটটি দেশের দুটি গ্রুপের লড়াই শেষের চূড়ান্ত ফল। লেখচিত্রটি দেখলে এক নজরে জানা যাবে কোন কোন গ্রুপে কোন কোন দেশ লড়েছে। লেখচিত্রটি দেখা মাত্র কৌতূহলী পাঠক জেনে যাবেন গ্রুপ লড়াইয়ে জিতে কোন কোন দেশ দ্বিতীয় রাউন্ডে ময়দানে যাবার সুযোগ অর্জন করতে সফল হয়েছে।

গ্রুপে যাদের লড়াই শেষ হল							
		ম্যাচ	জয়	ড্র	হার	গোল	পয়েন্ট
বি	স্পেন	৩	৩	০	০	৯-৪	৯
	প্যারাগুয়ে	৩	১	১	১	৬-৬	৪
	দঃ আফ্রিকা	৩	১	১	১	৫-৫	৪
	স্লোভেনিয়া	৩	০	০	৩	২-৭	০

৬.২.৯ সাময়িকী সম্পাদনা

আমরা দু'ধরনের সাময়িকীর সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন খবরের কাগজের রবিবারের সংস্করণের সঙ্গে বাড়তি কয়েক পাতার একটি ক্রোড়পত্র বিতরণ করা হয়। এই ক্রোড়পত্রকে ম্যাগাজিন (Magazine) বা সাময়িকী বলা হয়।

তা ছাড়া অনেক পত্রিকা আছে যেগুলি রোজ প্রকাশিত হয় না। সাতদিন, দু'সপ্তাহ বা এক মাস অন্তর পাঠকদের হাতে যায়। সেগুলিও ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা বলে অভিহিত হয়।

আমরা এই অনুচ্ছেদে খবরের কাগজের রবিবারের ক্রোড়পত্রে বা সাময়িকী সম্পাদনার বিষয়টি আলোচনা করব। খবরের কাগজের সাময়িকী তৈরির ভার একজন সহকারী সম্পাদকের ওপর থাকে। কিন্তু তিনি ম্যাগাজিন এডিটর বলেই পরিচিত হন।

ম্যাগাজিন এডিটর দু'তিনজন সাব-এডিটরের সাহায্যে সাময়িকী সম্পাদনা করেন। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে খবরের কাগজের সাময়িকীতে সহিত্য সম্পর্কিত লেখা প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী রসরচনা, পুস্তক সমালোচনা থাকত এই সব সাময়িকীতে।

সংবাদপত্রের সাময়িকীতে রোজ রোজ যা যা ঘটে তার বিবরণ থাকে না। তবে গুরুতর সংবাদের পটভূমি ও পার্শ্বকাহিনী সাময়িকীতে প্রকাশের সুযোগ আছে। তাকে প্রচ্ছদ কাহিনী বলা হয়।

ধরুন, শিবানী ভাটনগর হত্যা মামলা। তিনি ছিলেন Indian Express পত্রিকার দিল্লি অফিসে কর্মরত একজন রিপোর্টার। ১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি তাঁকে দিল্লিতে নিজের ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু ছিল অস্বাভাবিক। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ সেই নিশ্চিন্ত হয় যে শিবানী আত্মঘাতী হননি, তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় ছক কসে খুন করা হয়েছে।

তখনকার কাগজে এই ব্যাপারে অনেক খবরই প্রকাশিতহয়েছিল। তার পর ধীরে ধীরে তিনটি বছর পার হয়ে গেছে। মানুষ অজস্র নতুন নতুন ঘটনা প্রবাহে কবেই ভুলে গেছে শিবানী ভাটনগরের হত্যা রহস্যের কথা।

এমন সময় ২০০২ সালের জুলাই-অগস্ট মাসে ফের ভেসে উঠল শিবানী ভাটনগর হত্যা মামলার খবর। কিন্তু আগেই বলেছি, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ঐ ব্যাপারে অনেক কথাই ভুলে গেছে। সেই সব কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য কোন কাগজের সাময়িকীর সম্পাদক ওই হত্যাকাণ্ড এবং প্রাঙ্গঙ্গিক মামলার খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে দু'তিনটি বিশেষ লেখা একই সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারেন। তাতে এই ব্যাপারে পাঠকদের কৌতূহল মেটাবার খোরাক থাকবে।

শিবানী ভাটনগর হত্যা মামলার পটভূমি বর্ণনায় নানা বিষয় থাকবে। যথা—

তাঁর বিস্তারিত পরিচয়— বয়স, শিক্ষাদীক্ষা, পেশায় যোগদান, পরিবার, ব্যক্তিগত জীবন ইত্যাদি।

তাঁ সম্পর্কে পুরান সহকর্মীদের ধারণা।

তিনি কবে, কখন, কোথায় ও কীভাবে খুন হয়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ।

এই হত্যা মামলা কেমন ভাবে এগিয়েছে, প্রধান সন্দেহভাজন কারা, হত্যাকারীদের উদ্দেশ্য (Motive) সম্পর্কে পুলিশ কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে কিনা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য।

শিবানী ভাটনগরকে হত্যা এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ধরা পড়ে থাকলে এবং কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তাদের সম্পর্কে সব খবর।

এই মামলার তদন্তকারী অফিসার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ।

সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য এই সব বিষয়কেন্দ্রিক লেখা যোগাড়ের ব্যবস্থা করবেন সম্পাদক।

এই সব লেখা যোগাড় করার জন্য সাময়িকীর সম্পাদক দ্রুতগতিতে লোক লাগিয়ে (assign) দেবেন। বিভাগের কোন সাব-এডিটরকে কাগজের পুরান ফাইল ঘেঁটে একটি লেখা তৈরির দায়িত্ব দেবেন। কোন ফ্রি ল্যান্স ফিচার লেখকের কাছে আর একটি লেখা চাইবেন। বার্তা সম্পাদকের মাধ্যমে দিল্লির সংবাদদাতাকে একটি লেখা দেবার জন্য নির্দেশ পাঠাবেন।

লেখার দায়িত্ব বণ্টনের সময় কবে, ক'ঘণ্টার মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কোন গড়িমসি খবরের কাগজ সহ্য করে না।

খবরের কাগজের সাময়িকী মূল কাগজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। করার চেষ্টা করলেও তাতে এঁটে উঠতে পারবে না। কারণ দৈনিক প্রকাশিত খবরের কাগজে কালকের ঘটা সব গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রতিদিনের সংখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু সাময়িকী প্রকাশিত হয় প্রতি সপ্তাহের সপ্তম দিনে। তাই টাটকা ঘটনার খবরের বোঝা সাময়িকী হতে পারে না। সেই ঘাটতি পূরণের জন্যই সাময়িকীকে সাহিত্যধর্মী রচনা এবং সংবাদের বিস্তারিত পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের রচনাগুচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমেরিকার পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী বিমান হানার খবর বিস্তারিতভাবে খবরের কাগজে পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই খবরের মধ্যে পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের খুঁটিনাটি বর্ণনা খুঁজতে গেলে পাঠক হতাশ হবেন। তাঁদের এই ব্যাপারে কৌতূহল মেটাতে পারে সাময়িকী। সেই জন্যই সম্পাদকরা জানেন, সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

তাই বলে ধরে নেবেন না, সব খবরের কাগজই তার সাময়িকীতে সংবাদের পটভূমি নিয়ে রচনাগুচ্ছ প্রকাশের পথে পা দিয়েছে। কোন কোন কাগজের সাময়িকী এখনও সাহিত্যধর্মী রচনা প্রকাশের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক খবরের কাগজের সাময়িকী সম্পর্কে আপনাদের কয়কটি কথা জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাময়িকীর নাম "রবিবাসরীয়"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ সালের "রবিবাসরীয়"

ছটি পাতা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে শেষ পাতাটি কিশোরদের জন্য সংরক্ষিত নিয়মিত পত্রিকা। বিভাগটির নাম "আনন্দমেলা"।

প্রথম পাতায় রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাজারামের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণামূলক লেখা। তাতে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করা হয়েছে— "রাজারাম রামমোহন রায়ের পুত্র? না, পোষ্যপুত্র? দত্তক? কে এই রাজারাম"?

দ্বিতীয় লেখাটি একটি ছোটগল্প।

শেষ ও তৃতীয় লেখাটি একটি ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাসের একটি অধ্যায়।

লক্ষ্য করুন, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের এই সাময়িকীতে চলতি ঘটনা নিয়ে কোন লেখাকে স্থান দেওয়া হয়নি।

"বর্তমান" ভিন্ন পথের পথিক। সাময়িকীর নাম "রবিবার"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ সালের সংখ্যায় আটটি পাতা ছিল।

প্রথম পাতাতে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে তিনটি রচনাগুচ্ছের একটি প্রচ্ছদকাহিনী স্থান পেয়েছিল। তাঁর শরীর খারাপ বলে কিছুদিন ধরে নানারকম ইঙ্গিতমূলক লেখা এদিকে-ওদিকে বেরচ্ছিল। তাই পড়ে অনেক লোকের মনে ধারণা হয়েছিল, বাজপেয়ীর শরীর খুব খারাপ। তিনি চলতি লোকসভার বাকি মেয়াদের পুরো সময়টা হয়ত প্রধানমন্ত্রীত্বের গুরুভার বহন করতে পারবেন না। এই বিষয়ে চর্চা করা হয়েছে রবিবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে। প্রধান লেখাটির শিরোনাম, "বাজপেয়ী কি সত্যই অসুস্থ?" দ্বিতীয় লেখাটিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর "ব্যক্তিগত ডাক্তার" যা বলেছেন। তৃতীয় ও শেষ লেখাটির শিরোনাম প্রধামনন্ত্রীর "মেয়ে-জামাই সর্বক্ষণের সঙ্গী"।

"রবিবার" তার শেষ পাতাটি কিশোরদের বিভাগ হিসাবে ব্যবহার করে। বিভাগটির নাম "হ য ব র ল"।

অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যে রয়েছে একটি ছোটগল্প, পুরান কলকাতার বাবু কালচার নিয়ে একটি রম্য রচনা, আদিবাসী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণামূলক একটি রচনা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ রচনা।

রবিবারের ভ্রমণকাহিনী এবং আবিষ্কারকদের বিষয়ে রচনাও ছাপা হয়ে থাকে।

এখন আপনারা প্রচ্ছদকাহিনী নামে একটি শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বইয়ের মলাটের আর এক নাম প্রচ্ছদ। চার পাতা, ছ'পাতা বা আট পাতার সাময়িকীর প্রথম পাতাটিকে প্রচ্ছদ বলে কল্পনা করে নেওয়া। সেই জায়গায় সংবাদ বা সাময়িক প্রসঙ্গভিত্তিক রচনাগুচ্ছ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলে তাকেই সেই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী বলে বর্ণনা করা হয়।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সাময়িকীর নাম রবিবারের প্রতিদিন। ১৮ অগস্ট, ২০০২ তারিখের "রবিবারের প্রতিদিন"-এ চারটি পাতা ছিল। সংখ্যাটিতে চলতি ঘটনা সম্পর্কে একটি বিশেষ রচনা আছে। আছে একট ধারাবাহিক আত্মজীবনী মূলক লেখা, একটি ছোটগল্প, সিনেমার পর্দার আড়ালের নানা কাণ্ডকারখানা নিয়ে একটি বড় ফিচার। পুস্তক সমালোচনা, বিগত সপ্তাহের একটি সাড়া জাগানো খবরের প্রধান ব্যক্তির পরচিতি এবং একটি তাত্ত্বিক স্তম্ভও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক যে সব টুকরো খবর 'প্রাত্যহিক

সংবাদ'-এর রোজের পাতায় মাথা গলাতে পারে না, সেগুলি নিয়ে একটি নিয়মিত ফিচার থাকে এই সাময়িকীর শেষ পাতায়।

গণশক্তির সাময়িকীর নাম "রবিবারের পাতা"। রবিবারের পাতায় সংবাদধর্মী লেখা এবং সাহিত্যধর্মী লেখার সহাবস্থান। সংবাদধর্মী লেখার উপকরণ "জ্বালানী কেলেঙ্কারি", আর চা-শিল্পে সঙ্কট এবং সাক্ষরতা আন্দোলনের একটি বিশেষ দিকের আলোচনা। পুস্তক সমালোচনা তো আছেই, তার সঙ্গে আছে টেলিভিসন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সমালোচনা। এই বিষয়টি আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান বা সংবাদ প্রতিদিন-এ থাকে না। টেলিভিসন চ্যানেলের অনুষ্ঠানের সমালোচনা "রবিবারের পাতা"র বৈশিষ্ট্য। "রবিবারের পাতা"য় কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে। পূর্বোক্ত সাময়িকীগুলির একটিতেও কবিতা ছাপা হয় না।

"আজকাল"-এর সাময়িকীর নাম "রবিবাসর"। ১৮ অগস্ট, ২০০২ তারিখের "রবিবাসর" অন্য সাময়িকীগুলির তুলনায় খানিকটা আলাদা। এর দুটি নিয়মিত বিভাগ হল "সুস্থ" এবং "সফর"। "সুস্থ"য় মানুষের নানা অসুখ ও তা নিরাময়ের হদিশ দেওয়া হয়। "সফর"-এ থাকে বেড়াতে যাবার সুলুকসন্ধান। আর একটি নিয়মিত বিভাগ "রবিবারের চিঠি"। এই বিভাগে পাঁচমিশালি সাময়িক প্রসঙ্গে পাঠকদের বক্তব্য চিঠির আকারে প্রকাশিত হয়। নামে চিঠি হলেও এগুলি নিবন্ধের সমতুল্য রচনা। চার পাতার "রবিবাসর"-এ দুটি ছোটগল্প ছিল। আর ছিল ব্যয়বহুল বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটি বড়মাপের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

৬.২.১০ মুখবন্ধ ও বিশদ বিবরণ

প্রতিটি খবরের মধ্যে দুটি অংশ থাকে। একটি হল খবরের মুখবন্ধ বা Lead। অপরটি হল বিশদ বিবরণ বা Body। দুটি অংশ মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ খবর তৈরি হয়। খবরটি ছোট হলে অবশ্য মুখবন্ধ এবং বিশদ বিবরণ আলাদা করে লেখার দরকার হয় না।

খবরের বিশদ বিবরণের সারমর্মকে বলে মুখবন্ধ। খবরের সমস্ত তথ্যকে বলে তার বিশদ বিবরণ।

রিপোর্টার তার হাতের কোন বড় খবর লেখার সময় তা এই রকম দু'ভাগে ভাগ করে লিখে থাকেন। তিনি সেই কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করতে সফল হলে তাঁর লেখা কবি দেখতে চিফ রিপোর্টারের কম সময় লাগে। চিফ সাব এবং সাব-এডিটর চট করে সহজে সেই খবর সম্পাদনা করতে পারেন। সাব-এডিটরের পক্ষেও একই যোগ্যতা থাকা দরকার।

রিপোর্টারই হোন বা সাব-এডিটরই হোন, গুরুত্বপূর্ণ বড় খবরের উৎকৃষ্ট মুখবন্ধ রচনা করতে যথেষ্ট দক্ষতা থাকা দরকার। তার জন্য মুখবন্ধ লেখার প্রয়োজন ও তার উপাদানগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

খবরটি পড়তে পাঠককে আগ্রহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত মুখবন্ধ দরকার। আবার যোগ্য মুখবন্ধ লেখা হলে ব্যস্ত পাঠক সেটি পড়ে নিয়ে অন্য খবর পড়তে বা আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিতে পারেন।

খবরের প্রধান তথ্যগুলি হল মুখবন্ধের উপাদান। খুব কম কথার মধ্যে দিয়ে সেগুলি উপস্থাপন করতে হয়। কম কথায় লিখতে হবে বলে ব্যাকরণকে বুড়ো আঙুল দেখান চলবে না। বাক্যগঠনের ব্যাকরণসম্মত

নিয়ম কানুন বজায় রেখে স্পষ্ট ভাষায়, কিন্তু ভাষার মারপ্যাঁচ না কসে সরলভাবে মূল বিষয়গুলি উপস্থাপন করতে পারলে ভাল মুখবন্ধ লেখার কাজ সুসম্পন্ন হয়।

খবরের ভাল মুখবন্ধ লেখার একটি সহজ সূত্র আছে। সেটি হল খবরের প্রথম অনুচ্ছেদে ৫ ডব্লু (W) এবং ১ এইচ (H)-এর যতগুলি সম্ভব উত্তর দেওয়া। খবরের এই ছয় সঙ্গী সম্পর্কে আপনারা আগে জেনে নিয়েছেন। তবুও ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই ছয় সঙ্গী হল— What—কী, Why—কেন, When—কখন, How—কেমন করে, Where—কোথায় এবং Who—কে?

ফের মনে রাখুন, ভাল মুখবন্ধে ওই ছয়টি প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তর নাও থাকতে পারে। প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি, দুটি বা তিনটির উত্তর দিয়েও ভাল মুখবন্ধ লেখা সম্ভব। রিপোর্টার বা সাব-এডিটর মুখবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন কোন প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেবেন তা তাঁর অভিজ্ঞতা, সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞান এবং বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে।

কোন খবরের এত চমৎকার মুখবন্ধ সচরাচর দেখা যায় না। এই মুখবন্ধ রিপোর্টার নিজেই লিখে থাকুন বা সাব-এডিটর নতুন করে লিখে থাকুন তিনি বাহবা পাবার মত কাজ দেখাতে পেরেছেন।

ছয় প্রশ্নের কষ্ঠিপাথরে মুখবন্ধটি যাচাই করলে আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এটি একটি আদর্শ (Model) মুখবন্ধ।

প্রথম প্রশ্ন What—কী? জবাব, চারজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

দ্বিতীয় প্রশ্ন When—কখন? জবাব, শনিবার সকালে।

তৃতীয় প্রশ্ন Where—কোথায়? জবাব, শিয়ালদহের কাছে।

চতুর্থ প্রশ্ন Who—কে? জবাব, মা এবং তাঁর তিনটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।

পঞ্চম প্রশ্ন How—কেমন করে? জবাব, "আত্মহত্যা না হত্যা" তা স্পষ্ট নয়।

বাকি থেকে গেল শুধু একটি প্রশ্ন—Why—কেন? জবাব, "এই মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি।"

খবরের প্রথম অনুচ্ছেদে লিখিত মুখবন্ধে ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের প্রত্যেকটির জবাব, সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিতভাবে বর্ণনা করা সত্যই বাহাদুরির কাজ।

মুখবন্ধের মধ্যে খবরের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এতে জানা যাচ্ছে, একই পরিবারের চারজন মানুষের একসঙ্গে অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে সমর্থিত হয়েছে। এই বিষয় কলকাতা পুলিশের ডিসি (ই এস ডি) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রিপোর্টার খবরটির তথ্য যোগাড় করেছেন।

মুখবন্ধ পড়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ কী ভাবে জানা যাবে। তা জানার একটাই পথ, মৃতদেহগুলির ময়না তদন্ত। মুখবন্ধের শেষ বাক্যে তাই বলা হয়েছে, "পুলিশ ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।"

এবার আমরা আর একটি খবরের মুখবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। ক কাগজে প্রকাশিত খবরটির পূর্ণ পাঠ—

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : দু'বছর ধরে পালিয়ে বেড়ানোর পরে অবশেষে বুধবার দুপুরে কালিম্পঙের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে গুলিভর্তি এ কে-৪৭ রাইফেল-সহ ধরা পড়ল জি এল ও নেতা ছত্রে সুব্বার ছেলে সন্তোষ সুব্বা। পুলিশ জানিয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও বারুদের চোরাকারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্তোষকে দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল। শুধু পুলিশ নয়, কাঠমান্ডু থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের যে-বিমানটি ছিনতাই করে কন্দহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ছিনতাইকারী দলের সদস্য কুমার ভুজেলকে গ্রেনেড সরবরাহ করার অভিযোগে সন্তোষকে খুঁজছিলেন সি বি আই-এর তদন্তকারী অফিসারেরাও। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার সঞ্জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, "সন্তোষকে গ্রেফতারের পরেই সি বি আই-কে সব কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত আরও চারজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। তাদের খোঁজে কালিম্পঙের পাহাড়ি এলাকায় তল্লাশি চলছে।"

পুলিশ জানায়, কালিম্পঙের রওসে বাজার এলাকায় ছত্রের বাড়ি। তাঁর ছেলে সন্তোষের খোঁজে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। সম্প্রতি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাজার লাগোয়া একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ সন্তোষ ভেবে অন্য এক যুবককে আটক করে। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। গত রবিবার কালিম্পঙের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফের গোপন সূত্রে খবর পান, বাগরাকোট চা-বাগান এলাকার একটি বাড়িতে সন্তোষকে দেখা গিয়েছে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে তাকে না-পেলেও তার অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গী কাজি বিশ্বকর্মাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে লাগাতার জেরার পরেই পুলিশ জানতে পারে, কালিম্পঙের দুর্গম গাঙ্গেত গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে সন্তোষ ও তার দলবল। শহর থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা গাড়িতে যাওয়ার পরে সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে ওই গ্রামে যেতে হয়। রবিবার দুপুর থেকে প্রস্তুতির পরে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে চার দিক থেকেই গ্রামটিকে ঘিরে ফেলা হয়। গ্রামের একটি বাড়ি থেকে সন্তোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার কাছে একটি এ কে-৪৭ ও ৫০ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে।

পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোর্খা লিবারেশন অর্গানাইজেশন (জি এল ও)-এর স্বঘোষিত 'চিফ' ছত্রে সুব্বার ছেলে সন্তোষ কিশোর বয়স থেকেই সমাজবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ছোটখাটো অপরাধ করে হাত পাকানোর পরে সে অস্ত্র ব্যবসায় নামে। কালিম্পঙ থেকে মিরিক হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে নেপালে ঢুকে সেখানকার একটি অস্ত্র পাচারকারী দলের সঙ্গে হাত মেলায় সে। পাহাড়ের বিভিন্ন দুষ্কৃতী দলের কাছে পাইপগান, গুলি, রিভলবার, পিস্তল বিক্রি করে রীতিমতো নিজস্ব দল গড়ে ফেলে সন্তোষ। তার পরেই এ কে-৪৭ এবং ৯ মিমি পিস্তলের চোরাকারবারও আরম্ভ করে দেয় সে। ইতিমধ্যে পাহাড়ে জি এল ও-র জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে পুলিশ হামলা চালানোর পরে ছত্রে ও তাঁর ছেলে দু'জনেই নেপালের বিরাটনগর এলাকায় গা-ঢাকা দেয়। গত বছর জানুয়ারিতে সুবাস ঘিসিংয়ের ওপরে হামলার পরে এপ্রিলে ছত্রে ধরা পড়লেও সন্তোষের খোঁজ মেলেনি। চার মাস পরে সন্তোষ হঠাৎ কালিম্পঙে ফিরে তার কাকার রাইফেল চুরি করে পালায়। সেই থেকেই পুলিশ তাকে খুঁজছিল। দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, "সন্তোষ যে বেআইনি অস্ত্রের কারবারের পাণ্ডা, প্রাথমিক তদন্তেতা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওই ব্যবসা ছাড়াও ধৃতের সঙ্গে নেপাল ও উত্তরবঙ্গের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কোনও যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দলের অন্যেরা ধরা পড়ার পরে চিত্রটি আরও পরিষ্কার হবে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন।

মুখবন্ধটি বদলে এইভাবেও লেখা যায়—

> নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : কালিম্পঙ পুলিশ বুধবার দুপুরে জি এল ও নেতা ছত্রে সুব্বার ছেলে সন্তোষ সুব্বাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের সময় তার হেফাজত থেকে একটি বেআইনি এ কে-৪৭ রাইফেল এবং ৫০ রাউন্ড কার্তুজ পাওয়া গেছে বলে সরকারিভাবে জানান হয়েছে।

লক্ষ্য করলে দেখবেন, মুখবন্ধটি কত ছোট হয়ে গেল। অথচ খবরের মূল কথাগুলি হারিয়ে গেল না। তবে খবরটি অসম্পূর্ণ থাকার কারণে মুখবন্ধে একটি বড় ফাঁক থেকে গেল। সন্তোষকে গ্রেফতার করার পর

পুলিশ তাকে নিয়ে কি করল সেই বিষয়ে কোন তথ্য খবরের বিশদ বিবরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে তাও মুখবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হত।

আইন অনুযায়ী পুলিশ এইরকম ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে পেশ করে। আরও তদন্তের স্বার্থে জেরা করার জন্য নিজের হেফাজতে রাখার আরজি জানায়। এই আরজি আদালত মঞ্জুর বা খারিজ করতে পারে। খবরটি এই ব্যাপারে নীরব। এই নীরবতা খবরটির একটি মস্ত বড় ত্রুটি।

এবার দেখা যাক অনাবশ্যক তথ্য বর্জন করে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বজায় রেখে খবরটির বিশদ বিবরণ নতুন করে লিখলে কেমন হয়।

মুখবন্ধের পর পাঠককে জানিয়ে দেওয়া যাক সন্তোষকে কোথা থেকে (Where) গ্রেফতার করা হল—

> "দার্জিলিং জেলার কালিম্পং মহকুমার একটি দুর্গম গ্রাম গাঙ্গেতে গা ঢাকা দিয়েছিল সন্তোষ। কালিম্পং শহর থেকে গাড়িতে ওই গ্রামে পৌঁছবার পথ নেই। শহর থেকে গাড়িতে দেড় ঘণ্টা গিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে সেখানে পৌঁছতে হয়।
>
> গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একি বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তারপর বাড়ি বাড়ি চিরুনি তল্লাসী চালিয়ে সন্তোষকে তার ডেরা থেকে ধরে ফেলে।"

তারপর পাঠককে জানাতে হবে পুলিশ কি অভিযোগে সন্তোষকে গ্রেফতার করল—

> দার্জিলিঙের পুলিশ সুপার সঞ্জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণ পাওয়া গেছে সন্তোষ বেআইনি অস্ত্রের কারবারের একজন পাণ্ডা। অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরণের চোরাকারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্তোষকে দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল। কিন্তু দু'বছর ধরে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।
>
> পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, নেপালের অস্ত্র চোরাকারবারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সন্তোষ তার বেআইনি কারবার চালাত। পাহাড়ের বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠীর দুষ্কৃতীরা ছিল সন্তোষের চোরাকারবারের ক্রেতা। তাদের হাতে সে অর্থের বিনিময়ে পাইপগান, গুলি, রিভলবার, পিস্তল, ৯ মিলিমিটার পিস্তল, এ কে-৪৭ রাইফেল বিক্রি করত।
>
> সন্তোষ একবার তাঁর কাকার রাইফেল চুরি করে পালিয়েছিল।
>
> জেলার পুলিশ সুপারের কথায় জানা গেছে, সি বি আই-এর গোয়েন্দাদের নজর ও সন্তোষের ওপর ছিল। কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু-দিল্লি উড়ানটি যারা ছিনতাই করেছিল তাদের মধ্যে একজনকে সন্তোষ গ্রেনেড বিক্রি করেছিল বলে সি বি আই-এর কাছে খবর আছে। তাই সন্তোষকে গ্রেফতারের কথা সি বি আই-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬.২.১১ অনুচ্ছেদকরণ

খবরের অনুচ্ছেদকরণও একটি প্রয়োজনীয় কাজ। খবর বাছাই করা, তার শিরোনাম রচনা করা, যথাযোগ্য স্থানে তা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অনুচ্ছেদ ভাগ করারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তা নির্ভর করে সম্পাদকের ইচ্ছা, রুচি, বিচারবুদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। তিনি চাইলে লম্বা লম্বা অনুচ্ছেদ রচনা করায় বাধা নেই, তিনি না চাইলে লম্বা লম্বা অনুচ্ছেদ রচনা করে পরা পাওয়া যাবে না।

অবশ্যই এটা হল সম্পাদনার তাত্ত্বিক দিক। ব্যবহারিক দিক হল, অনুচ্ছেদের আকার কেমন হবে তা রিপোর্টারের, সাব-এডিটরের এবং সেই পালার ভারপ্রাপ্ত চিফ সাবের ইচ্ছা ও বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তাঁরা তিনজনই যদি মনে করেন ছোট ছোট অনুচ্ছেদে খবরকে ভাগ করা হলে তা দেখতে সুন্দর এবং পাঠকের

পক্ষে সহজপাঠ্য করা যাবে তা হলে সেটাই করা হবে। তা না হলে নিউজ ডেস্কে এই ব্যাপারে চিফ সাবের কথাই শেষ কথা।

আবার, রিপোর্টার, সাব-এডিটর ও চিফ সাবের সতর্কতা ও কাজে মন না থাকলে অনুচ্ছেদ লম্বা হবে, না ছোট হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। তার ফলে বিভিন্ন কাগজে, বিশেষ করে বাংলা খবরের কাগজে প্রায়ই অপ্রয়োজনে লম্বা লম্বা অনুচ্ছেদ পাঠকের অসুবিধার কারণ হয়।

ছোট ছোট অনুচ্ছেদ পাঠকের খবরটি পড়ার ও বিষয়বস্তু মনে রাখার পক্ষে সুবিধাজনক। এই সরল সত্যটা না জানা, না বোঝা বা না মানার জন্যই লম্বা অনুচ্ছেদের বিচ্যুতি পাঠকদের সহ্য করতে হয়। রাজ্যস্তরের আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত প্রধান প্রধান কাগজের পক্ষে এই ব্যাপারে উদাসীনতা মানায় না।

দৃষ্টান্তসহ বিষয়টি আলোচনা করা যাক। ২০০২ সালের ১১ জুলাই খ কাগজে প্রকাশিত খবর—

ডোমকলে সি পি এম কর্মী খুন, বোমায় মৃত আরও এক

বহরমপুরঃ বুধবার রাতে ডোমকল থানার ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপুরে নবী সেখ (৩৮) নামে এক সি পি এম সমর্থক খুন হয়েছেন। সি পি এমের অভিযোগ, কংগ্রেসের দুর্বৃত্তরা এই খুন করেছে। প্রতিবাদে শুক্রবার ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত ও গড়াইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্ধ ডেকেছে সি পি এম। কংগ্রেস অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিস এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তি ঘোড়ামারা পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের উপপ্রধান। তবে পুলিসের বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণে এই খুন নয়। দুষ্কৃতীদের নিজেদের বিরোধে এই খুন। নবীর বিরুদ্ধে তিনটি কেস রয়েছে।

বুধবার রাতেই সারংপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চাননপুর এলাকায় বোমা বাঁধতে গিয়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। চার জন আহত হয়েছে। এর আগে মঙ্গলবার রাতে একটি বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। প্রায় ৫০টি বোমা পড়ে। বিবাদে কংগ্রেস, সি পি এম জড়িয়ে যায় বলে কংগ্রেস স্বীকার করলেও সি পি এম এই ঘটনাকে নিছকই পারিবারিক গণ্ডগোল বলে জানিয়েছে। বোমার আঘাতে কাশেম সেখ নামে এক জন আহত হন। তিনি এখন বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কাশেম সেখ সি পি এমের সমর্থক বলে ডোমকল লোকাল কমিটির সম্পাদক কাওসার সেখ জানান।

জোনাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ দাস বলেন, মোমিনপুরে নিহত নবী সেখ ছিল দলের প্রথম সারির কর্মী। কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর বাবাকেও খুন করা হয়। কংগ্রেসের ডোমকল ব্লক সভাপতি কমলেশ সেনগুপ্ত বলেন, মোমিনপুরে দু দল সমাজবিরোধীদের মধ্যে বিবাদের জেরে খুন হয়েছে। জোর করে কংগ্রেসিদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে।

পুলিস জানিয়েছে, বোমা বিস্ফোরণে মৃতের দেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার সকালে একটি বাড়ি থেকে সেই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

খবরটি যিনি লিখেছেন এবং যিনি সম্পাদনা করেছেন তাঁরা নিশ্চিতভাবে মনে করছেন, অনুচ্ছেদ রচনা যথাযথ হয়েছে। আমরা বিষয়টি অন্যভাবে দেখব। তাতে ধরা পড়বে খবরটি লেখা, তার অনুচ্ছেদ রচনা ও সম্পাদনা তিনটি ক্ষেত্রেই পেশাদারি দক্ষতার অভাব রয়েছে।

রিপোর্টারের দক্ষতার অভাব : নবী সেখকে কীভাবে খুন করা হল তার কোন বিবরণ খবরে নেই।

নবী সেখকে গুলি করে, কুপিয়ে, থেঁতলে, জলে ডুবিয়ে, গলা টিপে বা অন্য কোনভাবে হত্যা করা হয়েছে তার বিবরণ খবরটির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অথচ রিপোর্টার তা জানার চেষ্টা করলেন না, জানতে পারলেও তা খবরের অন্তর্ভুক্ত করলেন না।

সম্পাদনায় দক্ষতার অভাব : তবুও নিউজ ডেস্ক চোখ বুজে খবরটি ছাপার জন্য ছেড়ে দিল। ডেস্কের এই শৈথিল্যের জন্য রিপোর্টার দক্ষতা অর্জনের আগ্রহ বোধ করবেন না।

লক্ষ্য করুন, খবরটিতে মোট ৪টি অনুচ্ছেদের মধ্যে দুটি আলাদা আলাদা খবর আছে। প্রথম খবরের শেষাংশ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদকে এক লাফে টপকে তৃতীয় অনুচ্ছেদে চলে গেছে। আর দ্বিতীয় খবরের শেষাংশ তৃতীয় অনুচ্ছেদকে টপকে চতুর্থ অনুচ্ছেদে চলে গেছে।

অনুচ্ছেদ রচনায় দক্ষতার অভাব : আপনার আগে দেখলে মোট চারটি অনুচ্ছেদের মধ্যে দুটি খবর আছে। কিন্তু অনুচ্ছেদগুলি বিক্ষিপ্ত। এক এবং দু'নম্বর অনুচ্ছেদে একটি খবর এবং তিন ও চার নম্বর অনুচ্ছেদে অন্য খবরটিকে স্থাপন করা উচিত ছিল। তা করা হয়নি। আপনাদের অনুরোধ করি, এ রকম খামখেয়ালি কাজ কখনও করবেন না। তা করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, দক্ষতাহীনতা এবং কাজে মনোযোগের অভাবের পরিচয় দেবে।

খবরটি অন্যভাবে সম্পাদনা করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তা করা গেলে খবরটি এই রকম দাঁড়াত—

বহরমপুরঃ বুধবার রাতে ডোমকল থানার এক গ্রামে নবী সেখ (৩৮) নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। সি পি এমের ডোমকল জোনাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ দাস বলেছেন, নিহত ব্যক্তি তাঁদের দলের কর্মী ছিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নবী সেখের বাবাকেও হত্যা করা হয়েছিল। কংগ্রেসি দুষ্কৃতীরা নবীকে খুন করেছে বলে সি পি এম নেতা অভিযোগ করেছেন।

কংগ্রেসের ডোমকল ব্লক কমিটির সভাপতি ব্লক কমিটির সভাপতি কমলেশ সেনগুপ্ত ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, দু'দল সমাজবিরোধীর বিবাদের পরিণতি এই হত্যাকাণ্ড।

স্থানীয় পুলিশও প্রায় একই কথা বলেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নবীর বিরুদ্ধে তিনটি ফৌজদারি মামলা ছিল। রাজনৈতিক কারণে এই খুন হয়নি। সমাজবিরোধীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেই নবী সেখ খুন হয়েছেন।

অন্য খবরটিও অন্যরকমভাবে সম্পাদনা ও অনুচ্ছেদ রচনা করা সম্ভবপর।

এবার আমরা কাবুলে হামিদ কারজাইয়ের জোট সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে হত্যা করার একটি খবর দেখব। খবরটির অন্যান্য গুণের মধ্যে একটি হল খুব ছোট ছোট অনুচ্ছেদে তা লেখা হয়েছে। অথচ প্রতিটি অনুচ্ছেদ সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ। তথ্য ছাড়া এতে একটিও বাজে কথা নেই। ফালতু কথা বর্জন করা ছোট ছোট অনুচ্ছেদে সংবাদ রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

অপ্রয়োজনীয় কথা আমদানি করে খবরে নাটকীয়তা আনার কোন দরকার নেই। কোন পেশাদার রিপোর্টার তেমন চেষ্টা করেন না। কোন দক্ষ সাব-এডিটর বা চিফ সাব তেমন চেষ্টা বরদাস্ত করেন না। বরং তার মোকাবিলা করেন কড়া হাতে।

এবার খবরটি দেখুন—

Afghan vice president shot dead

KABUL, Afghanistan (XYZ), July 6, 2002—Gunmen have shot dead one of Afghanistan's deputy presidents, Haji Abdul Qadir, and his driver outside the gates of a government ministry in Kabul.

Afghan officials arrested several members of Qadir's security personnel shortly after the shooting on Saturday afternoon, an interior ministry official told XYZ. They were arrested for negligence, the official said.

A Pashtun, Qadir also served as the minister of public works in Afghanistan's transitional government, and helped fight the Taliban as a former Northern Alliance commander in eastern Afghanistan.

He was one of three vice presidents chosen by last month's grand council to serve in the Cabinet of President Hamid Karzai, and was a former governor of Nangarhar province.

Government spokesman Omar Samat said two gunmen waiting outside the gate of Qadir's office fired on his black Toyota Land Cruiser from the side and then from the rear as the vehicle veered into a wall.

"They were on foot. They were standing near the gate when they shot the minister," he said. "As they fired the last shots, a car which looks like a taxi cab ... came and picked them up and fled."

Video of the scene showed Qadir's vehicle riddled with bullet holes, crashed into a wall surrounding the Ministry for Public Works. The interior of the vehicle was covered in blood.

Armed military personnel from the international security forces assigned to Kabul surrounded the area.

A spokeswoman for the U.S. State Department in Washington said the department was mobilizing its South Asian bureau to assist in the investigation. She said any assassination of an elected official was "tragic and awful."

Questions about security

XYZ's John Raedler said the shooting raised profound question about security, and the stability of the government in Afghanistan.

In February, the Afghan minister of Civil Aviation and Tourism Abdul Rahman was assassinated at Kabul airport. (Full Story)

At least four people were killed and 20 others injured when a bomb exploded near a convoy carrying Afghanistan's interim defense minister Mohammad Fahim in April. (Full Story).

Afghan government officials called Saturday's shooting a terrorist act

"It could be any one of different enemies of Afghanistan, one peace, of reconstruction in this country," Samat said.

"Whoever they are, we are sure they are terrorists because this was an Afghan national ... a leader with a long history of struggle for the freedom of his country."

Samat said the Cabinet was meeting in an emergency session and would have a statement shortly. He called the assassination "a stumbling block," but said officials were "confident that stability and peace will prevail in Afghanistan."

"The process continues," he said. "The goal is to bring total peace and stability to this country that has seen nothing but war for the past 24 years."

Samat said Qadir eschewed personal security, believing guards kept him too separate from the people of Afghanistan. He had no security guards with him in the vehicle, Samat said.

Qadir was brother of legendary rebel commander Abdul Haq, who was captured and hanged by the Taliban last year after slipping into the country to organize resistance to the Islamic militia.

খবরটি যত্ন করে বিশ্লেষণ করলে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে এটি উত্তম অনুচ্ছেদকরণের একটি আদর্শ উদাহরণ। খবরটি কী?

— একটি হত্যাকাণ্ডের।

— নিহত হলেন কে?

— আফগানিস্তানের একজন উপরাষ্ট্রপতি। তাঁর নাম হাজি আবদুল কাদির।

— তাঁকে কোথায় হত্যা করা হল?

— কাবুলে সরকারি অফিসের প্রবেশ দ্বারের বাইরে।

— হত্যাকারী কারা?

— কয়েকজন বন্দুকধারী।

— তাদের গুলিতে আর কারও মৃত্যু হয়েছে?

— কাদিরেব গাড়ির চালকেরও মৃত্যু হয়েছে।

উত্তরগুলি একত্র করে খবরটির প্রথম অনুচ্ছেদ লেখা হয়েছে—

কাবুল, আফগানিস্তান, ৬ জুলাই (এক্স ওয়াই জেড) : আফগানিস্তানের অন্যতম উপরাষ্ট্রপতি হাজি আবদুল কাদির এবং তাঁর গাড়ির চালককে আজ কাবুলে সরকারি অফিসের বাইরে কয়েকজন বন্দুকধারী গুলি করে হত্যা করেছে।

বিচার করে দেখুন, খবরটির প্রথম অনুচ্ছেদে নিখাদ তথ্য ছাড়া একটিও ফালতু কথা আছে? নেই। সস্তা নাটকীয়তা সৃষ্টির কোন চেষ্টা আছে? নেই।

এই কারণে যথাযথভাবে খবরটির অনুচ্ছেদ রচনা সম্ভব হয়েছে।

টাটকা জোরদার খবরের মাথায় তথ্যের বদলে কিছু অপ্রয়োজনীয় কথার বোঝা চাপিয়ে দিলে অনুচ্ছেদের ভার বেড়ে গেলেও ধার কমে যায়। তার একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে।

২০০২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চার দফাস জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার নির্বাচন হয়। ভোট গোনা হয় ১০ অক্টোবর। সেদিন ভোটের ফলও জানা যায়।

নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স, কংগ্রেস এবং পি ডি পি দলের প্রার্থীদের মধ্যে ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। বিদায়ী বিধানসভায় রাজ্যের শাসস দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের দুই তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা এবার ভোটে দাঁড়াননি। তাঁর বদলে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ছেলে ওমর আবদুল্লা। ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রচারকরা বলেছিলেন, তাঁদের তরফে ওমর আবদুল্লাই ভাবি মুখ্যমন্ত্রী।

ভোটের ফলে মানুষ জানতে চায়, জিতল কোন দল? ভি আই পি প্রার্থীদের মধ্যে কে জিতলেন, কে হারলেন? সরকার গড়বে কোন দল বা কাদের জোট?

ক কাগজে প্রাসঙ্গিক খবরটিতে কিন্তু মানুষের আগ্রহের ওই দিকগুলিকে অবহেলা করে অনুচ্ছেদগুলি রচনা করা হল। খবরটি ছিল এই রকম—

এনসি পরাজিত, হার সন্ত্রাসেরও

শ্রীনগর : ১০ অক্টোবর— সন্ত্রাস ও পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলায় রক্তাক্ত কাশ্মীরের মানুষ অবশেষে ভোটের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, এই সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁদের কোনও সহানুভূতি নেই। একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ব্যালটের মাধ্যমে গদিচ্যুত করে কাশ্মীরের মানুষ এটাও বুঝিয়ে দিলেন, দিল্লির হাতের পুতুল হয়ে থাকা কোন সরকার তাঁদের না-পসন্দ। এর আগের আগের নির্বাচনগুলিতে রাজ্যের মানুষের ইচ্ছা কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল তা নিয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মনে প্রশ্ন থাকলেও এ বারের ভোটপর্ব যে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে কথা বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও পর্যবেক্ষকরা ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন। তা-ই, ভোটে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও বি জে পির জোটকে হারিয়ে বিরোধী কংগ্রেস এবং পি ডি পি দল জয়ী হলেও প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর অখুশি হওয়ার কারণ নেই। তিনি বলেছেন, ভোটের এই ফল আসলে পাকিস্তানের মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট, কাশ্মীরে ভোট আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরের বেশ কিছু এলাকা বধ্যভূমিতে পরিণত হতে শুরু করে। প্রার্থী, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সাধারণ মানুষ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য ধরে ভোট পর্যন্ত ৪৬২ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এ ছাড়া জঙ্গিরাও মারা গিয়েছে অনেকে। গুলিগোলা, বোমা বিস্ফোরণ, আত্মঘাতী বাহিনীর হামলা, এ সবই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাশ্মীরের দৈনন্দিন ব্যাপার। জঙ্গিরা প্রকাশ্যেই হুমকি দিচ্ছিল যাতে মানুষ ভোটপর্ব থেকে দূরে সরে থাকেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফও বার বার বলছিলেন, কাশ্মীরে ভারত ভোটের নামে প্রহসন করবে। প্রতিকূল অবস্থা দেখেও নির্বাচন কমিশন পিছিয়ে না গিয়ে প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় ভোটগ্রহণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। এর আগে ১৯৮৭ সালের ভোটপর্ব নিয়ে খোদ ফারুক আবদুল্লাই প্রকাশ্যে দিল্লির বিরুদ্ধে প্রহসনের অভিযোগ এনেছিলেন। আগের আগের ভোটের বৈধতা নিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ার মনেও প্রশ্ন থাকায় এবার সেখানে অনেক পর্যবেক্ষক হাজির ছিলেন। এত আশঙ্কার মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও মানুষ অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে হাজির হয়ে প্রমাণ করে দিলেন, সে সব ছিল অমূলক। এক কথায়, এবারের কাশ্মীর নির্বাচন তাই সব দিক থেকেই ঐতিহাসিক।

ভোটের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে শাসক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (এন সি) একেবারে ভূপাতিত। ৮৭ সদস্যের বিধানসভায় কংগ্রেস ২১, পি ডি পি ১৫টি আসনে জিতেছে। এন সি পেয়েছে ২৮টি। কংগ্রেস ও পি ডি পি জোট বেঁধে এখন সরকার গড়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে। আগামীকাল দিল্লিতে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকেছেন।

খবরটির প্রথম অনুচ্ছেদে ২১টি কথায় প্রথম বাক্যটি রচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও টাটকা খবর নেই। দ্বিতীয় বাক্যে শব্দের সংখ্যা আরও বেশি। তার মধ্যে অবশ্য আসল খবরটি ঠাঁই পেয়েছে। তার জন্য ২৩টি মধ্যে মাত্র ৬টি শব্দে খরচ করা হয়েছে। তৃতীয় বাক্যে শব্দের সংখ্যা আরও বেশি ৩৬। সব মিলিয়ে ফাঁকা আওয়াজ। চতুর্থ বাক্যে ২২ শব্দের মধ্যে খবর আছে সামান্য। ২৪টি শব্দে পঞ্চম বাক্যটি পেশ করে অনুচ্ছেদটি শেষ হয়েছে।

১২৬ শব্দের একটি অনুচ্ছেদকে ছোট অনুচ্ছেদ বলে মানা যায় কি? যায় না। একজন পাকাপোক্ত

সাংবাদিক প্রথম অনুচ্ছেদটি অন্যভাবে রচনা করে তাকে সংবাদভিত্তিক অথচ তথ্যনির্ভর চেহারা দিতে পারতেন। তাতে অনুচ্ছেদটি এই রকম দাঁড়াত।

শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর : জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ত্রিশঙ্কু। ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল কনফারেন্স নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ। রাজ্যে একদলীয় শাসনের অবসান। কোয়ালিশন যুগের শুরু।

বিধানসভার ৮৭টি আসনের মধ্যে ২৮ আসন দখল করে ন্যাশনাল কনফারেন্স অবশ্য একক বৃহত্তম দল হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে কংগ্রেস এবং পি ডি পি। তাদের আসন সংখ্যা যথাক্রমে ২১ এবং ১৫। দলগত শক্তির এই বিন্যাস থেকে স্পষ্ট যে এবার রাজ্যে একদলীয় সরকার গঠিত হবে না। সরকার গড়ার জন্য দরকার নির্বাচনোত্তর জোট গঠন।

লক্ষ্য করুন, ১২৬ শব্দের অনুচ্ছেদের বদলে মাত্র ১৯টি শব্দে পুরো খবরটি ধরা হয়েছে। খবর হল, আর একদলীয় সরকার নয়, এবার রাজ্যে জোট সরকার।

কেন তা বলা হচ্ছে তা ছাঁকা তথ্য দিয়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখান হয়েছে। তাতে মাত্র ৫৩টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ দুটির ক্ষুদ্রতম বাক্যটি মাত্র চারটি শব্দের মধ্যে গঠিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ক কাগজে প্রকাশিত খবরের প্রথম অনুচ্ছেদের ক্ষুদ্রতম বাক্যটিতে ২১টি শব্দ রয়েছে। তাতে বাক্যটি জটিল হয়ে গেছে। হারিয়েছে সাবলীলতা। আপনাদের আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, সরল ছোট ছোট বাক্যে তথ্যনির্ভর ছোট ছোট অনুচ্ছেদে খবর পরিবেশন করতে পারা একজন সাংবাদিকের পেশাদারি যোগ্যতার পরিচয় দেয়।

ওই ক কাগজেই চমৎকার অনুচ্ছেদে খবর রচনার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। ২০০২ সালের ১ অক্টোবর প্রকাশিত দুটি খবরে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আপনাদের বিচার বিবেচনার জন্য খবর দুটি পর পর তুলে দিচ্ছি—

ফের আত্মঘাতী ডানলপের শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়াঃ ডানলপ কারখানার আরও এক জন শ্রমিক আত্মঘাতী হলেন। তাঁর নাম নারায়ণচন্দ্র বিশওয়াল (৪৭)। তিনি চুঁচুড়ার কপিডাঙার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, রবিবার রাতে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ডানলপ কারখানা বন্ধের পর থেকে মোট ১৪ জন আত্মঘাতী হলেন। অসুস্থতা ও অন্য কারণে মারা গিয়েছেন ৩৭ জন। এই নিয়ে গত ক'বছরে ওই কারখানার ৫১ জন মারা গেলেন। যদিও কারখানা খোলার দাবিতে সব রাজনৈতিক দলই আন্দোলন করেছে।

পুলিশ জানায়, সোমবার ভোররাতে রান্নার কাজ করতে ওঠেন নারায়ণবাবুর স্ত্রী পূর্ণপ্রভাদেবী। তিনি স্বামীকে শোবার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁকে দ্রুত নামিয়ে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। নারায়ণবাবু ডানলপের ভি-বেল্ট বিভাগে কর্মী ছিলেন। কারখানা বন্ধের পর থেকেই তিনি আর্থিক কষ্টের মধ্যে ছিলেন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানোই তাঁর দায় হয়ে উঠেছিল। কিছু দিন তিনি একটি বেসরকারি বাসে কনডাক্টরি করেছেন। কিন্তু তাতেও তাঁর আর্থিক সঙ্কটের কোনও সুরাহা হয়নি।

নারায়ণবাবুর ছেলে দেবরঞ্জন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারিতে সুযোগ পেয়েছে। তাঁর আক্ষেপ, "বাবা বলতেন লেখাপড়া করতে। ডাক্তারিতে সুযোগও পেলাম। কিন্তু বাবাই চলে গেলেন। এখন কী ভাবে ডাক্তারি পড়ার খরচ পাব আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

পিতা-পুত্র খুনে ১৩ জনের যাবজ্জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমানঃ বুদবুদের পান্তুদহ গ্রামে পিতা-পুত্রকে খুনের অপরাধে ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। সোমবার জেলার দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ অর্জুনপ্রকাশ গুপ্ত এই রায় দেন। ১৩ জনই এলাকার সি পি এম কর্মী বলে পুলিশ জানায়। ডি ওয়াই এফ আই নেতা উজ্জ্বল কারক এই দিন বলেন, "এই রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চতর আদালতে যাব।"

১৯৮৪ সালে বুদবুদের পান্তুদহ গ্রামে পাঁঠা বলিকে কেন্দ্র করে সি পি এম এবং তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। খুন হন সি পি এম কর্মী নিতাই বাগদি। পরে সি পি এম কর্মীরা এর বদলা নিতে গ্রামবাসী ও তৎকালীন কংগ্রেস কর্মী নিমাই মণ্ডলের বাড়ি আক্রমণ করলে খুন হন নিমাইবাবু। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর বাবা ভূতনাথ মণ্ডলও খুন হন। দীর্ঘ ১৯ বছর এই মামলার শুনানি চলে। নিতাই বাগদির পক্ষের অভিযুক্তেরা বেকসুর খালাস পেলেও অন্য মামলাটিতে ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছে আদালত।

ডানলপের শ্রমিকের আত্মহত্যার খবরটির শেষে একটি অনুচ্ছেদে কারখানা কবে থেকে বন্ধ রয়েছে তার উল্লেখ থাকলে খবরটি সম্পূর্ণ হত।

দুটি খবরের অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে রচিত হয়েছে। তবে দ্বিতীয় খবরটির একটি তথ্য দুর্বোধ্য। সেটি হল, "নিতাই বাগদির পক্ষের অভিযুক্তরা বেকসুর খালাস" পেয়েছেন বলতে ঠিক কারা খালাস পেলেন বোঝা গেল কি? গেল না। বোধ হয় বলতে চাওয়া হয়েছে, নিতাইয়ের হত্যার অপরাধে অভিযুক্তরা খালাস পেয়েছেন।

৬.৩ সারাংশ

দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় এককে খবরের কাগজ প্রকাশের চূড়ান্ত পর্বের কাজকর্মের ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হল। সামগ্রিকভাবে এই সব কাজ সম্পন্ন করাকে বলে সম্পাদনা।

সম্পাদনাকে একটি গাছের কাণ্ড বলে কল্পনা করা গেলে তার কয়েকটি শাখা দেখতে পাওয়া যাবে। সেই সব শাখার মধ্যে রয়েছে খবরের নির্যাস দিয়ে তার উপযুক্ত শিরোনাম রচনা। কাগজ ছাপার জন্য মুদ্রাকরকে সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার আগে মুদ্রিত বিষয়বস্তুগুলিকে নির্ভুল করার জন্য মনোযোগ দিয়ে প্রুফ সংশোধন করা।

তার সঙ্গে সঙ্গে চলে চিত্রস্থাপন, অঙ্গসজ্জা এবং খবরগুলির গুরুত্ব অনুসারে পাতা সাজাবার ব্যবস্থা। গ্রাফিক্স একটি প্রশাখা। কোন খবরের সঙ্গে গ্রাফিক্স দেওয়া দরকার সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্পাদনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

যে সব সাংবাদিক সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন তাঁদের হরফের মাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা দরকার। কোন শিরোনামে কী মাপের হরফ ব্যবহার করা দরকার সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে পাতাকে যেমন তেমন করে সাজিয়ে ফেলা যাবে কিন্তু তা দেখতে সুন্দর হবে না। পাতার ভারসাম্য থাকবে না।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলির সম্পাদনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংবাদ সরবরাহ সংস্থাগুলির ইংরেজিতে পাঠানো খবর সম্পাদনা ও তরজমা করা। পাঠকদের প্রয়োজনীয়তা, রুচি কৌতূহলের বিষয়গুলি বিবেচনা করে সংবাদ সংস্থার খবর বাছাই, সম্পাদনা ও তরজমা করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

প্রতিদিনের কাগজে প্রকাশের জন্য নানা সূত্র থেকে যত খবর আসে তার অনেক কিছুই কাগজে জায়গা দেওয়া যায় না। কাগজে জায়গা দেবার জন্য যে সব খবরকে বাছা হয় সেগুলি তথ্যনির্ভর ও সুপাঠ্য করার প্রয়োজনে অনেকভাবে সংস্কার করাও সম্পাদনার মধ্যে পড়ে। তার জন্য খবরের মুখবন্ধে মূল খবরটি তুলে আনতে হয়। খবরের বিশদ বিবরণকে ছাঁকা তথ্য ছাড়া অন্য কিছু থাকলে সেসব নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে হয়। অনুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে সাজিয়ে দিতে হয়। দরকারে নতুন করে লিখতেও হয়। খবর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং ব্যাকরণ ও ভাষার ওপর চমৎকার দখল থাকলে তবেই এই কাজ ভালোভাবে করা যায়।

খবরের কাগজের একটি বাড়তি আকর্ষণ তার রবিবারের ক্রোড়পত্র। এই ক্রোড়পত্র কী ভাবে সম্পাদনা করা হয়ে থাকে এই এককে সে সব কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। রবিবার সাধারণ ছুটির দিন বলে পাঠকরা অন্যদিনের তুলনায় এই দিনটিতে কাগজের জন্য খানিকটা বেশি সময় দিতে পারেন। সেই কারণেই রবিবারের সাময়িকী বা Sunday Magazine চালু হয়েছিল। এই ক্রোড়পত্রে কী কী বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সম্পর্কেও এই এককে কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

৬.৪ অনুশীলনী

টীকা লিখুন :

১। দাদাঠাকুর
২। লাইনো টাইপ মেশিন
৩। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার।
৪। কম্পিউটার সফটওয়্যার
৫। বডি টাইপ, ডিসপ্লে টাইপ।
৬। অক্ষরের পয়েন্ট।
৭। প্রুফ কপি।
৮। গরম ধাতু পদ্ধতি (Hot metal process)
৯। পার্সোনাল কম্পিউটার
১০। ইনপুট ডিভাইস
১১। কী বোর্ড
১২। শীতল পদ্ধতি
১৩। শিরোনাম
১৪। ব্যানার হেডলাইন
১৫। পাতা সাজাবার খসড়া
১৬। প্রুফ রিডার
১৭। ছাপাখানার চেক পোস্ট

সংক্ষেপে উত্তর দিন :

১। হরফ বা অক্ষরবিন্যাসের সাবেকি পদ্ধতি সম্পর্কে কী জানেন
২। দাদাঠাকুরের নিজের ছাপাখানার কী বর্ণনা দিতেন?
৩। দাদাঠাকুরের সম্পাদিত পত্রিকা দুটির নাম লিখুন।
৪। হরফবিন্যাসের কাজে গরম ধাতু পদ্ধতিকে সরিয়ে কোন ব্যবস্থা চালু হয়েছে?
৫। আধুনিককালে কোন যন্ত্রের মাধ্যমে হরফবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়? এই যন্ত্রের কয়েকটি অংশের নাম লিখুন।
৬। পার্সোনাল কম্পিউটারের কী বোর্ডের বর্ণনা দিন।
৭। কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে?
৮। কম্পিউটারের প্রথম ও সবচেয়ে বড় পরিচয় কী?
৯। কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী কী?

১০। খবরের শিরোনাম লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব কার?

১১। খবরের শিরোনাম লেখার সময় কোন দিকে নজর দিতে হয়?

১২। খবরের শিরোনাম লেখায় পাণ্ডিত্য ফলাবার সুযোগ নেই— ব্যাখ্যা করুন।

১৩। খবরের সুলিখিত শিরোনামের প্রয়োজন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

১৪। শিরোনামের প্রস্থের মাপ কিসের ওপর নির্ভর করে?

১৫। আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা বিমান ছিনতাই এবং তার দ্বারা হামলার ঘটনা কবে ঘটেছিল?

১৬। ওই হামলায় কোন কোন ভবনের ক্ষতি হয়েছিল?

১৭। করাচি সম্পর্কে যা জানেন সংক্ষেপে লিখুন।

১৮। করাচিতে কোন খবরের ৪টি শিরোনাম ওপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে? তার মধ্যে কোন কোন শিরোনাম আপনার মতে যথাযথ এবং কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

১৯। ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনালের খবরের কোন শিরোনামটি আপনার মতে সবথেকে ভালো তা উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করুন।

২০। ভারতের কোন রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ২০০২ সালের জুলাই মাসে শেষ হয়েছে? তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হয়েছেন?

২১। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতির প্রার্থী কোন কোন দল সমর্থন করেছিল?

২২। ঝ এবং জ কাগজে এই বিষয়ে প্রকাশিত দুটি খবরের শিরোনামের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২৩। ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার একটি খবরের শিরোনাম ছিল, "রোনাল্ডো না খেললে সমস্যা হবে ব্রাজিলের"— সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২৪। ২০০২ সালের ২৫ জুন তারিখটি ভারতের খবরের কাগজের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দিন কেন?

২৫। ভারতের সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজি নিয়োগের সিদ্ধান্ত খ কাগজ ও ক কাগজ যে ভাবে বিচার করেছিল তার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

২৬। গুজরাট রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সিদ্ধান্তের খবরগুলির শিরোনামের মধ্যে কোনটি আপনার মতে যথাযথ তা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

২৭। অক্ষরধাম মন্দিরে জঙ্গিহানার ঘটনার খবরের কোন বাংলা কাগজের শিরোনামটি আপনার মতে সবচেয়ে ভালো তা কারণ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

২৮। অক্ষরধাম মন্দিরে জঙ্গিহানার খবরের কোন ইংরেজি কাগজের শিরোনামটি আপনার মতে সবচেয়ে ভালো তা কারণ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন।

২৯। খবরের শিরোনামের প্রয়োজন সম্পর্কে যা জানেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

৩০। শিরোনামকে খবরের সূচীপত্র বলা হয় কেন?

৩১। পাতা সাজাবার খসড়া কাকে বলে?

৩২। কাগজের পাতা কারা সাজিয়ে দেন উদাহরণ দিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩৩। পাতার খসড়া তৈরির কাজে চিফ সাব, বার্তা সম্পাদক ও সম্পাদকের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩৪। খবরের কাগজের পাতার খসড়া তৈরির প্রথম ধাপ সম্পর্কে কি জানেন তা লিখুন।

৩৫। খবরের কাগজের পাতার খসড়া তৈরি করার সময়ে কোন বিষয়বস্তু অগ্রাধিকার পায়?

৩৬। তৈরি খসড়ার পরিবর্তন করে নতুন খসড়া তৈরির প্রয়োজনীয়তা কোন অবস্থায় সৃষ্টি হয় তা বর্ণনা করুন।

৩৭। পাতার নকশা তৈরি শক্ত বা সহজ কোনটাই নয়— ব্যাখ্যা করুন।

৩৮। পাতা সাজানো সার্থক হয়েছে কিনা তা কী ভাবে বোঝা যায়?

৩৯। প্রুফ সংশোধন করা দরকার কেন?

৪০। প্রুফ রিডার কাকে বলে?

৪১। প্রুফ কপিতে কোন কোন ধরনের ভুল থাকতে পারে?

৪২। প্রুফ কপির ভুল কি ভাবে সংশোধন করা হয়?

৪৩। খবরের কাগজ প্রকাশনায় প্রুফ রিডারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৪৪। প্রুফ সংশোধনের নির্দেশ কি ভাবে দেওয়া হয়?

৪৫। খবরের কাগজ প্রকাশনায় কম্পিউটারের আবির্ভাবের পর প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব ও পদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে থাকলে তা বর্ণনা করুন।

৪৬। খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জার কাজে কখন হাত দেওয়া হয়?

৪৭। খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জা বলতে কি বোঝায়?

৪৮। খবরের কাগজের যথোপযুক্ত অঙ্গসজ্জার গুরুত্ব কী?

৪৯। উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জা ও প্রদর্শনকলার প্রধান শর্তগুলি বর্ণনা করুন।

৫০। একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকলে সেগুলি কি ভাবে স্থাপন করা উচিত?

৫১। খবরের সঙ্গে যথোপযুক্ত ছবি থাকা দরকার হয় কেন?

৫২। ফোটোগ্রাফারের মূলমন্ত্র সদা সতর্ক থাকা— ব্যাখ্যা করুন।

৫৩। কাগজে ছবি ছাপার ব্যাপারে সাধারণভাবে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়?

৫৪। সবরকমের সংবাদচিত্রই কি পাঠকের মনে আগ্রহ জাগায়?

৫৫। খবরের কাগজে ছবি সংগ্রহের উৎসগুলি বর্ণনা করুন।

৫৬। খবরের কাগজ প্রধানত কোন কোন সূত্রে খবর পেয়ে থাকে?

৫৭। ভারতের প্রধান দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার নাম লিখুন। তাঁরা সাধারণত কোন ভাষায় খবর দেয়।

৫৮। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজগুলি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর ব্যবহারের জন্য কি ব্যবস্থা নিয়ে থাকে?

৫৯। সংবাদ সংস্থার খবর বাংলা কাগজে তরজমা ও সম্পাদনা কারা করেন? তা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কি নীতি অনুসরণ করা হয়?

৬০। নীচের খবরটি একটি বাংলা খবরের কাগজের জন্য সম্পাদনা করুন।

PRITHVI SUCCESSFULLY TEST FIRED

BALASORE, MAR 31 : INDIA'S SOPHISTICATED MEDIUM RANGE SURFACE-TO-SURFACE MISSILE PRITHVI WAS SUCCESSFULLY TEST FIRED FROM THE INTERIM TEST RANGE (IRT) AT CHANDIPUR-ON-SEA, ABOUT 15 KM FROM HERE TODAY.

MOUNTED ON A MOBILE 8×8 TATRA TRANSPORTER ERECTOR LAUNCHER (TTEL), THE INDIGENOUSLY DEVELOPED 8.56 METRE HIGH AND ONE METRE THICK SLEEK MISSILE WAS BLASTED OFF AT ABOUT 11.30 HRS, ITR SOURCES SAID.

THE MAIN OBJECTIVE OF TODAY'S FLIGHT MISSION WAS TO GAUGE THE PROPULSION PARAMETERS OF THE MISSILE, WHICH FOR THE FIRST TIME WAS PUT TO TOTAL ON A SOLID INSTEAD OF A LIQUID FUEL SYSTEM.

HOWEVER, THE SOURCES DECLINED TO DIVULGE THE DETAILS OF TODAY'S TEST FLIGHT DESCRIBING IT AS A ROUTINE WORK OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION (DRDO) FOR COUNTRY'S INTEGRATED GUIDED MISSILE DEVELOPMENT PROGRAMME (IGMDP). THE MISSION OBJECTIVE OF THE TRIAL WOULD BE FULLY KNOWN AFTER ANALYSING VARIOUS DATAS.

TODAY'S FLIGHT TRIAL OF PRITHVI WAS TRACKED BY A NETWORK OF RADAR, OPTICAL TRACKING TELESCOPE, THREE TELEMETRY STATIONS AND A NAVAL SHIP LOCATED IN THE BAY OF BENGAL CLOSER TO THE IMPACT POINT.

POWERED BY LIQUID PROPELLANT, WITH LATEST ON-BOARD-COMPUTER AND AN ADVANCED INERTIA NAVIGATION SYSTEM, PRITHVI CAN BE FIRED ON TARGETS LOCATED AT A MINIMUM DISTANCE OF 40 KM AND TAKE JUST 300 SECONDS TO REACH ITS TARGET AT A DISTANCE OF 150 KM.

IT HAD A LAUNCH WEIGHT OF 4.6 TONNES WHICH INCLUDED ONE TONNE PAY LOAD.

HOWEVER, IF THE PAY LOAD IS HALF IT CAN HIT THE TARGET UPTO 250 KM RANGE, THE SOURCES SAID.

THE DRDO HAS CONDUCTED 14 FLIGHT TRIALS OF THE ARMY VERSION OF THE MISSILE BEFORE CARRYING OUT TWO USER TRIALS ON JUNE 4 AND 6, 1994 FROM THE ITR. THE FIRST FLIGHT TRIAL OF PRITHVI WAS CARRIED OUT ON FEBRUARY 22, 1988 AT SRIHARIKOTA IN ANDHRA PRADESH.

(সৌজন্য : পিটিআই)

৬১। খবরের কাগজে লেখচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ছে কেন তা আলোচনা কর।

৬২। সংবাদপত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রকে কি বলা হয়?

৬৩। সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্র বা সাময়িকী কি ভাবে সম্পাদিত হয়?

৬৪। সংবাদপত্রের সাময়িকীতে কি ধরনের রচনা স্থান পায়?

৬৫। খবরের কাগজের সাময়িকীতে খবরের পটভূমির বর্ণনামূলক একপ্রস্থ লেখা প্রকাশের দরকার হয় কেন এবং তা মেটাবার পরিকল্পনা কি ভাবে করা হয়?

৬৬। সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য সংবাদ পটভূমি বর্ণনামূলক প্রচ্ছদকাহিনীতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা উদাহরণ সহকারে বর্ণনা করুন।

৬৭। খবরের কাগজের সাময়িকীতে সংবাদের পটভূমির সম্পর্কে রচনাগুচ্ছ সম্পাদক কি পদ্ধতিতে সংগ্রহ করেন?

৬৮। সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়— ব্যাখ্যা করুন।

৬৯। বড় খবরের মধ্যে কতকগুলি অংশ থাকে এবং অংশগুলিকে কি বলা হয়?

৭০। খবরের মুখবন্ধের প্রয়োজন এবং তার উপাদানগুলি সম্পর্কে যা জানেন তা বর্ণনা করুন।

৭১। মুখবন্ধ লেখার কোন সহজ সূত্র আছে কি? থাকলে সূত্রটি কি?

৭২। এক পরিবারভুক্ত পাঁচজন মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে একটি রিপোর্টের মুখবন্ধ লিখুন।

৭৩। ছত্রে সুব্বা কে? তার ছেলের নাম কি? ছত্রে সুব্বার ছেলেকে গ্রেফতার সম্পর্কে রিপোর্টের মুখবন্ধ লিখুন।

৭৪। ছত্রে সুব্বার ছেলেকে গ্রেপ্তারের কারণ সম্পর্কে দার্জিলিঙ জেলার পুলিশ সুপারের বক্তব্যের ভিত্তিতে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট লিখুন।

৭৫। ডোমকলের সারংপুর গ্রামে বোমা বিস্ফোরণের খবরটি আপনার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সম্পাদনা ও অনুচ্ছেদ রচনা করুন।

৭৬। কীভাবে খবরের সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ অনুচ্ছেদ রচনা করা যায়?

৭৭। খবরের কাগজের মূল উপাদানগুলি কী কী?

৭৮। খবরের কাগজ সম্পাদনা কাকে বলে?

৭৯। খবরের শিরোনাম কেমন করে লিখতে হয়?

৮০। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় সন্ত্রাসবাদীদের বিমান-নাশকতার ঘটনার শ্রেষ্ঠ শিরোনাম কোনটি তার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৮১। শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চলাকালে একটি কাগজ শিরোনামে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল, "রোনাল্ডো না খেললে সমস্যা হবে ব্রাজিলের"। এই ভবিষ্যৎবাণীর কি পরিণতি হয়েছিল?

৮২। খেলার খবর এবং জেলার খবরের পাতার খসড়া কারা তৈরি করেন?

৮৩। বিজ্ঞাপন ও খবরের মধ্যে কোন বিষয়বস্তু খসড়া তৈরিতে অগ্রাধিকার পায় এবং তার কারণ কি?

৮৪। প্রুফ সংশোধন না করার ফলে কি হয়?

৮৫। কি রকমে ছবি পাঠকের মনে আগ্রহ জাগাতে পারে না।

৮৬। কোন মানুষ বা আর কোন যন্ত্র কো তিনটি ব্যাপারে কম্পিউটারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না?

৮৭। সংবাদ সরবরাহ সংস্থা সম্পর্কে ৪০ থেকে ৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লিখুন।

৮৮। কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বাংলা খবরের কাগজের সাময়িকীর নাম লিখুন।

৮৯। একটি বাংলা খবরের কাগজের চার পাতার রবিবারের সাময়িকী প্রস্তুত করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করুন।

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

১। কম্পিউটরের মনিটর এবং প্রিন্টার _____ অন্তর্ভুক্ত।

২। মনিটর হল কম্পিউটারের _____।

৩। কম্পিউটারের _____ অনুলিপি ছাপিয়ে দেয়।

৪। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের _____ কাজ করে।

৫। দাদাঠাকুর বলতেন আমার ছাপাখানা _____ ছাপাখানা নয়।

৬। কম্পিউটারের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর _____ গতি।

৭। কম্পিউটার মানুষের সবচেয়ে _____ ও _____ ভৃত্য।

৮। খবরের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেয় তার _____।

৯। ভুলে ভরা কাগজ মানুষের _____ খোরাক হয়।

১০। উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসজ্জ কাগজের _____ ও _____ বৃদ্ধি করে।

১১। খবরের কাগজের সাময়িকী মূল কাগজের সঙ্গে _____ করে না।

ব্যাখা করুন :

১। খবরের পরিচয় বহন করে তার শিরোনাম।

২। পাতার খসড়া তৈরি ব্যবস্থাপনা।

৩। প্রুফ রিডারদের দায়িত্ব।

৪। ছাপাখানার চেক পোস্ট।

৫। বৈদ্যুতিন মুদ্রণ ব্যবস্থায় প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলি অচল।

৬.৫ উত্তর-সংকেত

১) মুদ্রণের কাজে সাবেক আমলে ধাতুনির্মিত হরফ সাজাবার ব্যবস্থা ছিল। হাতে করে এই কাজ করা হত।

২) দাদাঠাকুরের প্রকৃত নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনি দুটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

৩) দাদাঠাকুর নিজেই বলতেন, তাঁর ছাপাখানা হালফ্যাসানি ছাপাখানা নয়।

৪) দাদাঠাকুর সম্পাদিত পত্রিকা দুটির নাম 'জঙ্গিপুর সংবাদ' ও 'বিদূষক'।

৫) কী বোর্ডের (Key Board) চাবি টিপে লাইন লাইন কম্পোজ করার যন্ত্রকে লাইনো টাইপ মেশিন বলা হয়।

৬) হরফ বিন্যাসের কাজে গরম ধাতু পদ্ধতির (Hot Metal Process) জায়গায় এসেছে শীতল পদ্ধতি (Cold Process)। কম্পিউটারের মাধ্যমে হরফ বিন্যাসের কাজকে শীতল পদ্ধতি বলা হয়।

৭) আধুনিককালে কম্পিউটারের মাধ্যমে হরফবিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা হয়। কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলির মধ্যে রয়েছে কী বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, প্রিন্টার ইত্যাদি।

৮) পার্সোনাল কম্পিউটারের কী বোর্ডে বর্ণমালার প্রতিটি হরফ, ০-৯ পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যা, যতি ও ছেদচিহ্ন থাকে।

৯) কম্পিউটার ব্যবহারকারী বা চালকের আজ্ঞা পালনের পর যে সব যন্ত্রাংশের মধ্যে দিয়ে তার ফল জানা যায় তার সবগুলিকে বলে আউটপুট ডিভাইস (Output device)।

১০) আউটপুট ডিভাইসের পর্দা প্রিন্টার।

১১) কম্পিউটারের যে সব যন্ত্রাংশ আমাদের চোখের সামনে থাকে সেগুলিকে হার্ডওয়্যার বলা হয়।

১২) কম্পিউটারের প্রথম ও সব চেয়ে বড় পরিচয় হল এই যন্ত্র বর্ণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে পাঠ্যবস্তু সৃষ্টি, মজুত, সংশোধন ও সরবরাহ করতে পারে।

১৩) কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল এর অবিশ্বাস্য গতি, এক যন্ত্রে অনেকগুলি কাজ করার ক্ষমতা এবং অসাধারণ স্মরণশক্তি।

১৪) সমন্বয়ে।

১৫) খবরের বিশদ বিবরণ ছাপার জন্য যে হরফ ব্যবহার করা হয় তাকে বলে বডি টাইপ (Body type)। এই টাইপের সাধারণ মাপ ১২ পয়েন্ট। খবরের শিরোনামে যে সব হরফ ব্যবহার করা হয় সেগুলিকে বলে ডিসপ্লে টাইপ (Display type)। ডিসপ্লে টাইপ ২৫ পয়েন্টে আরম্ভ হয়ে বাড়তে থাকে।

১৬) কম্পিউটার নির্ভর মুদ্রণ ব্যবস্থায় অক্ষরের মাপের হিসাবের একককে পয়েন্ট বলা হয়।

১৭) খবরের বিশদ বিবরণ পড়ার আগে তার বিষয়বস্তুর পরিচয় পেতে গেলে তার শিরোনাম পড়তে হয়। শিরোনাম পড়লেই বোঝা যায় খবরে কী আছে। সেই জন্যই বলা হয় খবরের পরিচয় তার শিরোনাম।

১৮) চিফ সাব হাত না দিলে খবরের শিরোনাম লেখার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট খবরটি যিনি সম্পাদনা করেন সেই সাব এডিটরের।

১৯) খবরের শিরোনাম রচনার সময় খবরের গুরুত্বের দিকে নজর দিতে হয়।

২০) খবরের শিরোনাম রচনায় ভাষার মারপ্যাঁচ বা পাণ্ডিত্য ফলানোর সুযোগ নেই। কারণ, খবরের কাগজের শিরোনামে ভাষার মারপ্যাঁচ থাকলে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকরা তার মর্ম ভেদ করতে অসুবিধার বোধ করতে পারেন। আর পণ্ডিতরা নয়, সাধারণ শিক্ষিত মানুষরাই কাগজের পাঠকদের গরিষ্ঠ অংশ।

২১) খবরের পরিচয় দেওয়া এবং কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্যই সুলিখিত শিরোনাম দরকার।

২২) শিরোনামের প্রস্থের মাপ খবরের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে।

২৩) ২০০১ সালের ১১ সেপ্টম্বর।

২৪) সন্ত্রাসবাদীরা ছিনতাই করা বিমান গুলি চালিয়ে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং ওয়াশিংটনে পেন্টাগন ভবন দুটির ক্ষতি করেছিল।

২৫) করাচি পাকস্তানের একটি বন্দর শহর।

২৬) করাচিতে মার্কিন কনসুলেটের সামনে বোমা বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত হন। এই বিষয়ে খবরের চারটি শিরোনাম এই অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২৭) খ কাগজে প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক খবরের শিরোনামটি সব থেকে ভালো। কারণ, একমাত্র এই শিরোনামেই জানা যাচ্ছে, বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত খেলায় জিতেছে ব্রাজিল।

২৮) কে আর নারায়ণন ২০০২ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

২৯) কালামের প্রার্থীপদ সমর্থন করেছিল বি জে পি'র নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এবং মোর্চা বহির্ভূত আর কয়েকটি দল।

৩০) ঝ কাগজের শিরোনামে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বামপন্থীদের অসুবিধার দিকটি বড় করে তোলা হয়েছে। কংগ্রেসের কালামের প্রতি সমর্থনটি তুলনায় গৌণ হয়ে গেছে। এর থেকে কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে, কাগজটি বামপন্থীদের লোকচক্ষে হেয় করতে চায়। অর্থাৎ, কাগজটি নিরপেক্ষ নয়। পাঠকদের এই রকম সন্দেহ কাগজের গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়।

জ কাগজে পাঁচটি শব্দের মধ্যে খবরটির যথাযথ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। পাঠক শুধু শিরোনাম পড়েই বুঝে যাবেন, এন ডি এ প্রার্থী কালামকে কংগ্রেসও সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কংগ্রেসের এই সমর্থনে কালামের জয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

৩১) শিরোনামে খবরের তুলনায় অনুমান এবং কল্পনার ভাগই বেশি। খবরের শিরোনামে রোনাল্ডোর মাঠে নামা নিয়ে সংশয় ফুটে উঠেছে। একই দিনে অন্য কাগজের খবরের শিরোনামে পাঠক জানতে পারছেন, রোনাল্ডো মাঠে নামার জন্য দৈহিকভাবে যোগ্য আছেন। সুতরাং তাঁর না খেলার কথা এবং তার জন্য ব্রাজিলের সমস্যার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। সুতরাং এই দুটি বিষয়ে ফলাও করে লেখা সংবাদদাতার মনগড়া ও অনুমানের ফল। কাজে ফাঁকি মারার ফলও হতে পারে।

রোনাল্ডো মাঠে না নামলে ব্রাজিলের অসুবিধা হবে এটা সংবাদদাতার কল্পনা। কারণ, বাস্তবে দেখা গেল যাকে নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা সেই রোনাল্ডো মাঠে নামলেন কিন্তু পুরো সময় মাঠে থাকলেন না। তাঁর পুরো সময় অনুপস্থিতি ব্রাজিলের জয়ের পথে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারল না।

৩২) ২০০২ সালের ২৫ জুন ভারতের সংবাদপত্রে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেওয়া হল। তার আগে পর্যন্ত ভারতের কোন খবরের কাগজে বিদেশিরা এক টাকাও বিনিয়োগ করতে পারত না। এখন থেকে তারা এই শিল্পে মোট পুঁজির ২৬ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারবে। এই কারণে তারিখটি ভারতের সংবাদ শিল্পের পক্ষে একটি ঐতিহাসিক দিন।

৩৩) ভারতের সংবাদপত্র শিল্পে বিদেশি পুঁজির অংশ নেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর। এই সিদ্ধান্ত বিশ্বায়নের লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ। এত বড় একটি ঘটনাকে ক কাগজ উপযুক্ত শিরোনামসহ প্রথম পাতায় দ্বিতীয় প্রধান সংবাদের মর্যাদা দিয়ে ঠিক কাজই করেছে। অথচ এত বড় একটা পরিবর্তনকে খ কাগজ উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হল। এটা ফিচার বিভ্রাটের পরিণাম।

৩৪) আলোচ্য খবরটির বিষয়বস্তু ছিল গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন অক্টোবরের মধ্যে করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের সুপারিশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক খারিজ করা। অক্টোবরের মধ্যে ঠিক কোন মাসে এই নির্বাচন হবে সে কথাও নির্বাচন কমিশন জানায় নি। এই খবরে চ কাগজের শিরোনাম "গুজরাতে এখন ভোট হচ্ছে না" যথাযথ শিরোনাম।

৩৫) খ কাগজের শিরোনামটি সবচেয়ে ভালো। কারণ এই শিরোনামটিতে সংক্ষিপ্ততম উপায়ে মূল খবরটি পরিবেশিত হয়েছে।

৩৬) জ কাগজের শিরোনামটি সবচেয়ে ভালো হয়েছে। কারণ একমাত্র এই কাগজে সবচেয়ে কম বাক্যে মূল খবরটি ধরে দেওয়া হয়েছে।

৩৭) খবরের শিরোনামের প্রয়োজন বহুবিধ।
শিরোনাম খবরের পরিচয় দেয়।
শিরোনাম কাগজের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।
শিরোনাম কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
শিরোনাম কাগজের পাতা সাজাতে সাহায্য করে।

৩৮) কোন বইয়ের কোন নির্দিষ্ট বিষয় ঠিক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তা দেখিয়ে দেয় সূচিপত্র। ঠিক তেমনি কোন বিষয়ে খবর কোথায় রয়েছে তা শিরোনামে চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলা যায়। এই কারণেই শিরোনামকে খবরের কাগজের সূচিপত্র বলে।

৩৯) খবরের কাগজ ছাপার আগে তার প্রতিটি পাতার কোথায় কী থাকবে তা সাজিয়ে দেওয়া হয়। পাতা সাজাবার এই কাজকে বলে পাতার খসড়া, নকশা বা নকল তৈরি করা।

৪০) নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা খবরের কাগজের বিভিন্ন পাতা সাজিয়ে দেন—
বিজ্ঞাপন বিভাগের কর্তা
ক্রীড়া সম্পাদক
নির্দিষ্ট পালার চিফ সাব
বাণিজ্যিক সম্পাদক
বিনোদন সম্পাদক
সহকারী সম্পাদক

৪১) সব ব্যাপারের মত পাতা সাজাবার ব্যাপারটিও বার্তা সম্পাদক এবং সম্পাদকের অনুমোদনসাপেক্ষ। তবে তাঁরা সাধারণত এই ব্যাপারেও চিফ সাবের ওপর প্রতিদিন খবরদারি করেন না। তবে বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে চিফ সাবের সঙ্গে তাঁরাও পাতা সাজাবার ব্যাপারে মাথা ঘামান।

৪২) খবরের কাগজের পাতা সাজানোর প্রথম ধাপে বিজ্ঞাপনগুলি যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞাপনগুলি খোপে খোপে স্থাপন করার পর পাতার শূন্য স্থানে খবর স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

৪৩) খবরের কাগজের পাতার খসড়া তৈরি করার সময়ে বিজ্ঞাপন অগ্রাধিকার পায়।

৪৪) খবরের কাগজ ছাপা শুরু হওয়ার মুখে অথবা ছাপা চলাকালে কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর পাওয়া গেলে নির্ধারিত খসড়া বদলাবার প্রয়োজন হয়।

৪৫) পাতা সাজাবার মধ্যে দিয়ে পাঠককে হাসাতে, কাঁদাতে, ভাবাতে, উত্তেজিত করতে পারলে বুঝতে হবে পাঠক খবরের সঙ্গে মিশে গেছেন। পাতা সাজানো সার্থক হয়েছে।

৪৬) খবরের কাগজে ছাপার জন্য নির্বাচিত খবর বা নিবন্ধের পাণ্ডুলিপির প্রথম মুদ্রণকে প্রুফ কপি বলা হয়।

৪৭) প্রথম মুদ্রণে যে সব ভুল থাকে তা ঠিক করে দেওয়ার জন্য প্রুফ সংশোধন করা দরকার।

৪৮) যারা প্রুফ পড়েন ও সংশোধন করেন তাঁদের প্রুফ রিডার বলা হয়।

৪৯) প্রুফ কপিতে নিম্নলিখিত ভুলগুলি থাকতে পারে—
বানান
পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অসঙ্গতি
ব্যাকরণগত
তথ্যগত

৫০) প্রুফ রিডাররাই ভুল সংশোধন করে দেন কিংবা ডেস্কে গিয়ে সংশোধন করে নেন।

৫১) প্রুফ রিডাররা নিখুঁত ও নির্ভুল কাগজ প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেন। সেই জন্য খবরের কাগজ সম্পাদনায় তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৫২) প্রুফের ভুল সংশোধনের নির্দেশ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন নির্দিষ্ট সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলি সব দেশেই এক রকম।

৫৩) খবরের কাগজের পাঠ্যবস্তু তৈরির জন্য কম্পিউটারের ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে প্রুফ সংশোধনের পদ্ধতি বদলে গেছে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় প্রুফ সংশোধনের সাংকেতিক চিহ্নগুলি অচল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব একই রকম আছে।

৫৪) নির্বাচিত খবর ও নিবন্ধগুলি ছাপার জন্য তৈরি হবার এবং ছবিগুলি বাছাইয়ের কাগজ শেষ হবার পর খবরের কাগজের অঙ্গসজ্জার কাজে (Lay out) হাতে দেওয়া হয়।

৫৫) কোন খবর, কোন নিবন্ধ এবং কোন ছবি কতটা জায়গা নিয়ে পাতার কোথায় স্থাপিত হবে তা স্থির করাকে পাতার অঙ্গসজ্জা বলা হয়।

৫৬) উন্নত ও সুরুচিসম্পন্ন অঙ্গসজ্জার দ্বারা কাগজের কাগজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করা হয়। এটাই অঙ্গসজ্জার গুরুত্ব।

৫৭) উৎকৃষ্ট অঙ্গসজ্জার চারটি প্রধান শর্ত আছে। সেগুলি হল—
সংবাদের গুরুত্ব বুঝে অগ্রাধিকার দেওয়া
পাতাগুলির অঙ্গসজ্জা মানানসই করা
পাতাগুলি দৃষ্টিনন্দন করা
পাঠকের মন বুঝে খবরগুলি নির্ধারিত পাতায় স্থাপন করা।

৫৮) একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক খবর থাকলে সেগুলি একই পাতায় কাছাকাছি জায়গায় স্থাপন করতে হয়। তাতে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব পাঠককে সহজে বোঝান যায়। সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে পাতা সাজানো যায়।
তার বদলে খবরগুলি একই পাতায় প্রদর্শন না করে বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে দিলে ব্যাপারটার গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। পাতার অঙ্গসজ্জা মানানসই বা সুন্দর কোনটাই হয় না।

৫৯) দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বড় ম্যাচ, বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি ইত্যাদি দিনের প্রধান প্রধান খবরের সঙ্গে উপযুক্ত ছবি না থাকলে খবরের অঙ্গহানি ঘটে।

৬০) ঘটনার সবচেয়ে চমকপ্রদ মুহূর্তের ছবি পাঠকদের উপহার দেবার ইচ্ছা থাকলে ফটোগ্রাফারকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। এক লহমায় অসতর্কতায় তিনি ঘটনার সবচেয়ে নাটকীয়, সবচেয়ে ঐতিহাসিক মুহূর্তের ছবিটি হারাতে পারেন। তখন তিনি আর কোন উপায়ে, আর কোন মূল্যে হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তটিকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

৬১) অশ্লীল এবং এই ধরনের বেআইনি বিষয় ছাড়া অন্য যাবতীয় বিষয়ে ছবি কাগজে ছাপার ব্যাপারে কোন অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নেই। সম্পাদকের রুচি ও বিচারবুদ্ধিই এই ব্যাপারে একমাত্র আইন।
তবে পাঠকদের পছন্দ অপছন্দও এই ব্যাপারে খুব বড় কথা। পাঠকরা সাধারণত বীভৎস কোন ছবি দেখা পছন্দ করেন না। সেই কারণে পাঠক আতঙ্কিত হন বা তাঁর মনে বিকার সৃষ্টি হয় এমন কোন ছবি কাগজে ছাপা হয় না।

৬২) মামুলি ছবি পাঠকের নজর কাড়ে না। একটি ছোটোখাটো সভা বা অনুষ্ঠানে কোন নেতা বা মন্ত্রীর ভাষণ, নেতা বা মন্ত্রীকে মাল্যদান, ফিতে কেটে কোন কিছুর উদ্বোধন এই রকম সাধারণ ঘটনার ছবিতে পাঠকের আগ্রহ থাকে না।

৬৩) খবরের কাগজের ছবি সংগ্রহের সূত্রগুলি নীচে দেওয়া হল—
স্টাফ ফটোগ্রাফার
ফ্রিলান্স ফটোগ্রাফার
বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ সংস্থার ফটো ডিভিশান
বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য বিভাগ
বিভিন্ন দূতাবাস
স্থানীয় কোন স্টুডিয়োর ফটোগ্রাফার
স্থানীয় কোন সখের ফটোগ্রাফার

৬৪) খবররের কাগজের প্রধান সংবাদ সূত্রগুলি হল—
রিপোর্টারবৃন্দ
সংবাদ সরবরাহ সংস্থা

৬৫) ভারতের প্রধান দুটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা হল—
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া — Press Trust of India, সংক্ষেপে পি টি আই (PTI) এবং
ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া — United News of india, সংক্ষেপে ইউ এন আই (UNI)।
এই সংস্থা দুটি ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে।

৬৬) বাংলা ভাষার খবরের কাগজগুলি সংবাদ সরবরাহ সংস্থার খবর বাংলায় তরজমা করে দেয়।

৬৭) বাংলা কাগজের সাব-এডিটররা সংবাদ সংস্থার খবর তরজমা ও সম্পাদনা করেন। এই কাজে পালার দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ সাব যে ভাবে বলে সাব-এডিটর সেইভাবে কাজ সারেন।

৬৮) এই কাজটি আপনি নিজে করতে চেষ্টা করুন।

৬৯) নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য খবরের কাগজে লেখচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে—
কম্পিউটার যুগের আধুনিক খবরের কাগজ লেখচিত্র ছাড়া অঙ্গহীন বলা গণ্য হচ্ছে।
লেখচিত্র কাগজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
লেখচিত্রের মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য চট করে খুঁজে নেওয়া যায়।

৭০) সংবাদপত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রকে সাময়িকী বা ম্যাগাজিন বলা হয়।

৭১) কয়েকজন সাব-এডিটরের সাহায্যে একজন সহকারী সম্পাদক সাময়িকী সম্পাদনা করেন।

৭২) সংবাদপত্রের সাময়িকীতে সাহিত্য সম্পর্কিত নানাবিধ লেখা প্রকাশিত হয়।

৭৩) কাগজের খবরের পাতায় কোন বড় খবরের পটভূমি বা পার্শ্ব কাহিনী বিস্তারিতভাবে প্রকাশের প্রয়োজন থাকলেও তার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায় না। অথচ ওই সব বিষয়ে জানার জন্য পাঠকদের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। তাঁদের সেই তৃষ্ণা মেটাবার জন্য সাময়িকীর পাতায় বড় বড় চাঞ্চল্যকর খবরের পটভূমি ও পার্শ্ব কাহিনী ছাপা দরকার হয়।

৭৪) নিজে লিখুন।

৭৫) খবরের কাগজের সাময়িকীর প্রচ্ছদ কাহিনীর জন্য পরিকল্পিত বিষয়টি ঠিক হবার পর সম্পাদক বিষয়ভিত্তিক লেখাগুলি রচনার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন। তাঁদের কবে ক'টার মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে সংবাদের পটভূমিভিত্তিক প্রচ্ছদ কাহিনীর রচনাগুচ্ছ সংগ্রহ করা হয়।

৭৬) দৈনিক খবরের কাগজ প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। তাতে টাটকা খবর পাওয়া যায়। খবরের কাগজের সাময়িকী সপ্তাহের শেষ দিনটিতে প্রকাশিত হয়। সেই জন্য তাতে টাটকা খবর প্রকাশের সুযোগ নেই। এই কারণে সাময়িকী তার মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

৭৭) বড় খবরের মধ্যে দুটি অংশ থাকে— মুখবন্দ বা এবং বিশদ বিবরণ বা।

৭৮) খবরটি পড়তে পাঠককে আগ্রহী করে তোলার জন্য উপযুক্ত মুখবন্ধ বা দরকার। খবরের প্রধান তথ্যগুলি হল মুখবন্ধের উপাদান।

৭৯) নিজে লেখার চেষ্টা করুন।

৮০) নিজে লিখুন।

৮১) নিজে লিখুন।

৮২) নিজে করুন।

৮৩) খবরের সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ অনুচ্ছেদ রচনার পদ্ধতি হল—
অপ্রয়োজনীয় ও ফালতু কথা বর্জন
নাটকীয় ভাষা বর্জন
কেবল তথ্য পরিবেশ
এক একটি অনুচ্ছেদে একাধিক তথ্য পরিবেশন না করে একটি তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা।

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা, রোনাল্ড ই উলসলে কর্তৃক সম্পাদিত, বাংলা একেডেমি, ঢাকা, জুন, ১৯৮১। সাঁইত্রিশ টাকা।

২. দাদাঠাকুর, নলিনীকান্ত সরকার।

৩. News Editing, Bruce Westley, Oxford and IBH Publishing Co. Kolkata : New Delhi.